মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা

সৃজন

৩য় সংখ্যা

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩

মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা - ৭৩২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ

সৃজন

৩য় সংখ্যা

বার্ষিক পত্রিকা ২০২৬

সৃজন
বার্ষিক পত্রিকা - ২০২৩
প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারী ২০২৪

প্রকাশক ঃ
অধ্যক্ষ, মানিকচক কলেজ
মথুরাপুর, মালদা

@ মানিকচক কলেজ, মথুরাপুর, মালদা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম

মুদ্রক ঃ
অ্যাকিউরেসি
গৌড় রোড, মালদা
মোঃ - ৯৮৩২৩ ৯৩২০৬

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা নং

আহ্বায়কের কলমে ৪
Administrative Body ৬
At a Glance ৭
Staff Details ৮
Teachers Activity ৯
Recognition ১০
Central Assistance ১১
Accreditation ১২
ফিরে দেখা ১৩-১৬
শুভেচ্ছাবার্তা ১৭-১৯

প্রবন্ধ

মানিকচক কলেজ গ্রন্থাগার - একটি প্রতিবেদন ■ *কমল কৃষ্ণ সরকার* ২১
গ্রাম বাংলার চির ঐতিহ্য - পাতা খেলা প্রতিযোগিতা ■ *বিজন সরকার* ২৩
পরিবেশ দূষণে প্লাষ্টিকের ভয়াবহতা ■ *মিতালী মণ্ডল* ২৫
গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান ■ *জবা মণ্ডল* ২৭
বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারী : প্রসঙ্গ ফজিলতুননেসা ■ *রাজকুমার মণ্ডল* ২৯
একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা : দক্ষিণ দিনাজপুর কুশমন্ডির "খন পালা গান" ■ *মাসুম আজাহার* ৩৩
গ্রামবাংলার বর্ষা ■ *সায়নী মিশ্র* ৩৫
ঘড়ি ■ *সালেহা খাতুন* ৩৬
মোবাইল আশীর্বাদ না অভিশাপ ■ *সারদা পাল* ৩৭
ইংরেজী ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা ■ *ফরিদা পারভীন* ৪০

ESSAY

F.O.M.O. : A new Fear, Its cause, Effect and Possible Remedy ■ *Dr. Debaditya Mukhopadhyay* ৪২
The Garden Workers of Darjeeling ■ *Wangchu Lama* ৪৪
My own thought ■ *Lipika Mandal* ৪৬
Faith towards Relationships ■ *Sk. Tousif Reja* ৪৭

গল্প

আভাস ■ *রিচা পারভীন* ৪৯
অ্যা গ্রেট অ্যাসট্রোনমিস্ট ফ্রম পাঁকপাড়া ■ *দীপা লালা* ৫১

পৃষ্ঠা নং

কবিতা

জ্ঞানের লাইব্রেরী ■ *মানসী মণ্ডল* ৫২
না বলা কথা ■ *মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল* ৫২
ছোট্ট পাখি ■ *টুম্পা ঘোষ* ৫২
জীবন যুদ্ধ ■ *প্রদীপ মণ্ডল* ৫৩
জীবন ■ *প্রিয়া মণ্ডল* ৫৪
খাঁচার পাখি ■ *সাহানাজ খাতুন* ৫৪
প্রাকৃতিক জগৎ ■ *সঞ্জয় চৌধুরী* ৫৪
সত্য ■ *শুভদীপ মণ্ডল* ৫৫
পথের মানুষ ■ *বিনয় মণ্ডল* ৫৫
আমার কলম ■ *আসিফা খাতুন* ৫৬
ভারত মাতা ■ *নূর সালিম মিঞা* ৫৭
জীবন ■ *নাসিফা খাতুন* ৫৭
মানবতা ■ *প্রেমসঙ্গীত মণ্ডল* ৫৮
একটি সিরিজের দুটি কবিতা ■ *গৌতম সরকার* ৫৮
কি লিখি তাকে নিয়ে? ■ *রিচা পারভীন* ৫৯
বন্ধুত্ব ■ *নূর সালিম মিঞা* ৫৯
সংগ্রাম ■ *প্রেমসঙ্গীত মণ্ডল* ৬০
সবুজের ছোঁয়ায় ■ *সোনু আফসানা* ৬১
ছাত্রের দল ■ *নূর সালিম মিঞা* ৬১
মনের পিঞ্জিরায় বন্দী কথা ■ *খালেদা ইয়াসমিন* ৬২
জাগাও ভোরের আলো ■ *সুজন মণ্ডল* ৬২
ক্লান্ত আমি ■ *ব্রজশেখর ঘোষ* ৬৩
রক্ত আলতা ■ *সোনু আফসানা* ৬৪
এক কোটি বছর তোমাকে দেখি না ■ *সানিয়া পারভীন* ৬৪
স্মৃতি ■ *মানসী পোদ্দার* ৬৫
কান্ডারী বিহীন তরী যথা সিন্ধু জলে ■ *শিল্পা সাহা* ৬৫
বিদায় বেলা ■ *প্রীতি চৌধুরী* ৬৬
প্রিয় মা ও বাবা ■ *রাসমণি গোস্বামী* ৬৬
সুখময় নদীর ছোট্ট এক বাঁক ■ *শ্রাবণী মণ্ডল* ৬৭
ইয়াশ ঝড় ■ *নূর সালিম মিঞা* ৬৭
শিক্ষার নামে দুর্নীতি ■ *বাপন রজ* ৬৮
আজকের দেশ ■ *বাপ্পা দাস* ৬৮
College Life ■ *Puspalata Mondal* ৬৯
Heart's Regret ■ *Imteyaj Ali* ৬৯
You are in My Eyes ■ *Brojasekhar Ghosh* ৭০
A Rainy Scene ■ *Shrabani Mandal* ৭০
Farway Love ■ *Reecha Parveen* ৭১
Unknown Journey ■ *Asmina Khatun* ৭১
Hoping for Glimpse of the Sun ■ *Puja Mandal* ৭২

Overall Activity 2023-24 ৭৩
Datasheet of Scholarship 2022-23 ৭৪
Appreciations ৭৫
Facilities & Future Plan ৭৬

আহ্বায়কের কলমে

নিজেকে প্রকাশ করা সবার লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যেই কলেজের ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ। নানান রচনার মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের অদৃশ্য মেধা যাচাই করার দিকটি তুলে ধরাকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এহেন ম্যাগাজিন প্রকাশে। ফলত বহু পড়ুয়া নিজেদের শিক্ষাগত উৎকর্ষের কিছু অংশের ছাপ প্রদান করে ম্যাগাজিনের লেখাজোখার মধ্য দিয়ে। এ কথা সত্য , ভাবের সঙ্গে ভাষা কিংবা ভাষার সঙ্গে ভাবের নিয়ত মিলন ঘটে না । বহু পড়ুয়া দুইয়ের সন্ধি ঘটাতে সক্ষম হলেও অনেক সময় প্রকাশের অনুকূলতা পাই না। প্রতিভার অঙ্কুরিত বীজ দম বন্ধ করে অকালে মৃত্যু লাভ করে ।সবকিছু ছোট থেকে বড় যেমন হয়, প্রতিভার ক্ষেত্রটিও তেমন; জল বাতাস উষ্ণতার শর্তপূর্ণতায় প্রতিভাও বিকশিতবৃক্ষে পরিণত হয়। এই কথা মাথায় রেখে কলেজ ম্যাগাজিন 'সৃজন'-৩, ২০২৩ সংখ্যার পরিকল্পনা গ্রহণ।

জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হওয়ায় সিলেবাসের একটা পরিবর্তন এসেছে ।পরিবর্তন এসেছে বিষয় নির্বাচন প্রক্রিয়ারও। শিক্ষাগত স্বাধীনতার উদারীকরণ বলা যেতে পারে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পড়ুয়ারা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় চয়ন করে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পাবে বলে প্রত্যাশিত নীতি-নির্ধারকগণ ।এই নীতির ফলে একটা লাভ দ্রুত দৃশ্যমান হয়েছে, তা হলো না চাইতেই বহু পড়ুয়া ছোট ছিপে ইলিশ পেয়ে গদগদ, আবার একাংশ জাল ফেলেও পুঁটি মাছকে জীবনের সার ভেবে তিন বা চার বছরের সফর শুরু করেছে।

আমাদের মানিকচক কলেজ সদর সড়ক থেকে বেশ দূরে, তাই শান্তির পরিবেশ যেমন রয়েছে তেমনি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অন্যান্য কর্মীদের ইতিবাচক মনোভাবে পড়ুয়ারাও শান্তশ্রী পরিবেশ বজায় রেখেছে। এককালে এই টাল-দিয়াড়ার ছাত্র-ছাত্রীদের দূর-দূরান্তে ছুটতে হয়েছে বিদ্যান্বেষণের জন্য । এমনকী নদী পেরিয়ে বিহারের তৎকালীন সাকরিগলি বা রাজমহল যেতে হয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যাবিহার হাতের নাগালে ।আমাদের সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী মানিকচক, মথুরাপুর, নুরপুর , বাহারাল ও রতুয়া অঞ্চলের ।

আর্থিক সমৃদ্ধি না থাকলেও সাধ্যানুসারে অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ সন্তানদের কলেজমুখী করেছেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত হয়ে দু'অক্ষর শেখার মানসিকতা জাহির করছে। আর এইসব পড়ুয়াদের আঁতের কথা, যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা ম্যাগাজিনে নানা বর্ণে বিম্বিত হয়েছে। তবে পড়ুয়াদের আরেক গুণের কথা না বললে অন্যায় হবে, এরা সবাই মাটির মানুষের ন্যায় রয়ে-সয়ে চলার ধর্ম বজায় রাখে এবং কলেজের উৎকর্ষ সাধনে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা জাহির করে।

এই ম্যাগাজিনের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধিতে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের মননশীল রচনা বড় ভূমিকা পালন করেছে। বহুমূল্য শুভেচ্ছাপত্র 'সৃজন'-৩ সংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য ড. রজত কিশোর দে মহাশয়, তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। হাজারো কর্মস্রোতের মধ্যেও অনুপ্রেরণা দিয়ে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন সম্মাননীয় অধ্যক্ষ ড. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয়। নিখাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তাঁর ঐকান্তিকতাকে। ধন্যবাদ জানাই ছাত্র-ছাত্রীদের, যারা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে এই বার্ষিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। টাইপিস্ট সুব্রত পাল মহাশয়, যিনি নিপুণ কর্মদক্ষতায় পত্রিকাকে মানানসই মলাটবন্দী করে আমাদের হাতে অর্পণ করে গৌরবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তাঁকে কেবল আমারই নয় --- সকলের পক্ষ থেকে অপরিমেয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পরিশেষে বলি, শুদ্ধিপত্র দেওয়া সম্ভব হলো না। ভুল-ক্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতে অনুরোধ করি।

ম্যাগাজিন কমিটির পক্ষে
ড. মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ও
আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি
মানিকচকক কলেজ

ADMINISTRATIVE BODY

MANIKCHAK COLLEGE

Mathurapur, Malda

Administrator - SDO, Malda Sadar

&

Dr. Anirudhha Chakraborty

Principal, Manikchak College

MANIKCHAK COLLEGE

AT A GLANCE

Name of College	:	**MANIKCHAK COLLEGE**
Year of Establishment	:	2014
Affiliating University	:	University of Gour Banga
Recognition	:	UGC 2(f) & 12(B)
Accreditation	:	NAAC - B (2023)
Sanctioned Posts	:	Principal - 01 Teaching - l0 Non-Teaching - 5
Existing Status	:	Principal - 1 Teaching (Substantive) - 10 SACT - 8 Non-Teaching (Substantive) - 5 Contractual Non-Teaching - 5 Karmobandhu - 1 Sweeper - l
Current Enrolment Status	:	lst Sem - 2454 3rd Sem - 1977 5th Sem - 1613
Subjects Offered (Intake)	:	Hons : Bengali (75), English (30), Sanskrit (25), History (40), Education (25), Political Science (25)
General (2500)	:	Bengali, English, Sankrit, History, Education, Political Science, Sociology, Philosophy
Total Library Books	:	6000 Approx.

MANIKCHAK COLLEGE

STAFF DETAILS

PRINCIPAL

Dr. Aniruddha Chakraborty
M.Sc (Chemistry), MA (Education), M.Ed., Ph.D. (Chemistry & Education)

FACULTY

Sri Somnath Das, MA, B.Ed.
Assistant Professor in Sanskrit
Sri Bijan Sarkar, MA, B.Ed.
Assistant Professor in History
Md. Masud Ali, MA, B.Ed., M. Phil.
Assistant Professor in English
Dr. Debaditya Mukhopadhyay, MA, Ph.D.
Assistant Professor in English
Dr. Goutam Sarkar, MA, M Phil., Ph.D.
Assistant Professor in Bengali
Dr. Md. Sadequl Islam, MA, Ph.D.
Assistant Professor in Bengali
Samaresh Adhikary, MA
Assistant Professor in Sanskrit
Prashanta Chowdhury, MA
Assistant Professor in Pol. Sc.
Wangchu Lama, MA, M. Phil.
Assistant Professor in Pol. Sc.
Dr. Siddhartha Chandra Mukherjee, MA, Ph.D.
Assistant Professor in History
Sri Nimai Chandra Paul, MA
SACT (Bengali)
Sarada Pal, MA B.Ed.
SACT (Sanskrit)
Farida Parvin, MA, B.Ed.
SACT (Sociology)
Sujit Ghosh, MA
SACT (Education)
Priyanka Paul, MA, B.Ed.
SACT (Education)
Rajkumar Mandal, MA, B. Ed., M. Phil.
SACT (History)
Motaleb Ali, MA, B.Ed., M Phil.
SACT (Political Science)
Rajkumar Saha, MA, M Phil.
SACT (Political Science)

OFFICE

Aktar Hossian, MA
Accountant (A/c)
Dibakar Mandal, BA
Cashier (A/c)
Hasina Begam, MP
Peon
Abhiram Mahaldar, HS
Peon
Amit Mahaldar, HS
Guard
Md. Selim Akhtar, BCA, B.Ed.
DEO
Dulal Ch. Mandal, B.Sc
Clerk
Soumitra Mandal, BA
Clerk
Santosh Mahaldar, HS
Peon
Afsar Hossain, VIII pass
Night Guard
Fekni Mandal
Karmobondhu
Mangal Bhagat
Sweeper

MANIKCHAK COLLEGE

TEACHERS ACTIVITY

Sl. No.	Name	Designation	No. of Paper Presented in Seminars	No. of Workshop / Symposia Attended	Journal(s) Published	Book(s) / Chapter Published	Invited Lectures
1	Somnath Das	Asst. Professor	01	01	02		01
2	Bijan Sarkar	Asst. Professor			02		
3	Md. Masud Ali	Asst. Professor					
4	Dr.Debditya Mukhopadhyay	Asst. Professor	03		01	05	
5	Dr. Goutam Sarkar	Asst. Professor	01	01			03
6	Dr. Md. Sadequl Islam	Asst. Professor	03	01	01		01
7	Prashanta Chowdhury	Asst. Professor					
8	Samaresh Adhikary	Asst. Professor		02			
9	Wangchu Lama	Asst. Professor					
10	Dr. Siddhartha Ch. Mukherjee	Asst. Professor					01
11	Nimai Chandra Paul	SACT					
12	Sarada Paul	SACT					
13	Priyanka Paul	SACT					
14	Motleb Ali	SACT	04	01			
15	Rajkumar Saha	SACT					
16	Rajkumar Mandal	SACT					08
17	Sujit Ghosh	SACT			02		
16	Farida Parvin	SACT	01	02			

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

F. No. 8-325/2019 (CPP-I/C)

August, 2019

29 AUG 2019

The Registrar,
University of Gour Banga
P.O. Mokdumpur, Dist. Malda - 732 103
West Bengal

Sub: - Recognition of College under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter no. F-9/746/19 dated 17.06.2019 received from the Principal, Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal on the above subject and to say that it is noted that the College is **aided** and **temporarily** affiliated to **University of Gour Banga, Malda**. I am further to say that the name of the following College has been included in the list of Colleges prepared under Section 2(f) of the UGC Act, 1956 under the head **'Non-Government** Colleges teaching upto **Bachelor's** Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal. AISHE CODE:- C-50818	2014	The college does not fulfil the requirement of permanent affiliation. Therefore, the college is **not** eligible to receive Central assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The Indemnity Bond and the other supporting documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Pramod Sharma)
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal,
   Manikchak College
   Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203
   West Bengal.
2. The Secretary,
   Government of India
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Higher Education
   Shastri Bhawan
   New Delhi - 110 001.
3. The Addl. Chief Secretary (Higher Education)
   Government of West Bengal
   6th Floor, Room No. 604, Biksh Bhawan
   Salt Lake, Sector – 2
   Kolkata – 700 091, (West Bengal).
4. The Joint Secretary, UGC
   Eastern Regional Office (ERO)
   LB-8 Sector-III, Salt Lake
   Kolkata - 700 091, (West Bengal).
5. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
6. Guard file.

(Madan Lal)
Section Officer

(Madan Lal)
Section Officer

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

F. No. 8-325/2019 (CPP-I/C) September, 2020

1 1 SEP 2020

The Registrar,
University of Gour Banga
Rabindra Avenue
P.O. & Dist. Malda – 732 101
West Bengal

Sub: - Declaring a College fit to receive Central Assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter no. F/9/821/2020 dated 16.03.2020 received from the Principal, Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal on the above subject and to say that it is noted that the following college is **aided** and **permanently** affiliated to **University of Gour Banga, Malda**. The college is already included under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 vide this office letter no. F.No.8-325/2019 (CPP-I/C) dated 29.08.2019. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head '**Non-Government'** Colleges teaching upto **Bachelor's** Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal. AISHE Code : C-50818	2014	The College is now declared fit to receive Central assistance in terms of Rules framed under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Anita Gogna)
Under Secretary

2. The Secretary,
   Government of India
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Higher Education
   Shastri Bhawan
   New Delhi - 110 001.
3. The Addl. Chief Secretary (Higher Education)
   Government of West Bengal
   6th Floor, Room No. 604, Biksh Bhawan
   Salt Lake, Sector – 2
   Kolkata – 700 091, (West Bengal).
4. The Joint Secretary, UGC
   Eastern Regional Office (ERO)
   LB-8 Sector-III, Salt Lake
   Kolkata - 700 091, (West Bengal).
5. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
6. Guard file.

(Madan Lal)
Section Officer

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare
Manikchak College
Lalbathani, Mathurapur, Dist. Malda,
affiliated to University of Gour Banga, West Bengal as
Accredited
with CGPA of 2.25 on four point scale
at B grade
valid up to May 18, 2028

Date : May 19, 2023

S. C. [signature]
Director

EC(SC)/155/1st Cycle/WBCOGN113054

৯-১০.০১.২০২৪
নবীন বরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৯-১০.০১.২০২৪
নবীন বরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

০৯-১০.০১.২০২৪
নবীন বরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৯-১০.০১.২০২৪
নবীন বরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

০৪-০৫.০১.২০২৩
বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

২৪.০৯.২০২৩
এনএসএস দিবস উদ্‌যাপন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

২৪.০৯.২০২৩
এনএসএস ইউনিটের সাফাই অভিযান

১১.১২.২০২৩
ভারতীয় ভাষা উৎসব পালন, বাংলা বিভাগ

৩১.০৫.২০২৩
তিন দিবসীয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অন কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট

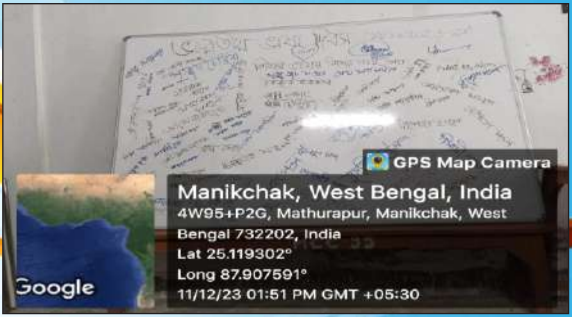

১১.১২.২০২৩
ভাষা উৎসব পালন, বাংলা বিভাগ

৩১.০৫.২০২৩
তিন দিবসীয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অন কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট

ষষ্ঠ সেমেস্টারের বিদায় অনুষ্ঠান, ইতিহাস বিভাগ

০৫.০৪.২০২৩
দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন, ইংরেজী বিভাগ

০৫.০৯.২০২৩
শিক্ষক দিবস পালন, সংস্কৃত বিভাগ

১৮.১১.২০২৩
কনফারেন্স, ইংরেজী বিভাগ

২৮.১১.২০২২
স্ক্রিনিং অফ হীরক রাজার দেশে, ইংরেজী বিভাগ

২৭-২৮.০৪.২০২৩

ন্যাক টিমের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান

২১.০২.২০২৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, ইংরেজী বিভাগ

২৮.০৯.২০২২

পোস্টার প্রেজেন্টেশন, ইংরেজী বিভাগ

২৮.০৯.২০২২

পোস্টার প্রেজেন্টেশন, ইংরেজী বিভাগ

২৬.০৬.২০২৩

ষষ্ঠ সেমেস্টারের বিদায় অনুষ্ঠান

পোস্টার প্রেজেন্টেশন, ইতিহাস বিভাগ

০৫.০৯.২০২৩

শিক্ষক দিবস পালন, সংস্কৃত বিভাগ

৩১.০৫.২০২৩

প্রদর্শনী, ইতিহাস বিভাগ

২১.০৭.২০২৩
নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

০৩.০১.২০২৪
স্টুডেন্টস সেমিনার, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

০৫.০৯.২০২৩
শিক্ষক দিবস পালন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

২৪.০৬.২০২৩
নবীন বরণ অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

২৪.০৬.২০২৩
নবীন বরণ অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

০৫.০৯.২০২৩
শিক্ষক দিবস পালন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

০৫.০৯.২০২৩
শিক্ষক দিবস পালন, সংস্কৃত বিভাগ

২৬.১১.২০২৩
নবীন বরণ অনুষ্ঠান, ইংরেজী বিভাগ

UNIVERSITY OF GOUR BANGA

Established under West Bengal Act XXVI of 2007 [Recognised by U/S 2(f) & 12(B) of the UGC]

Professor Rajat Kishore Dey
Vice Chancellor

E-mail: vc@ugb.ac.in
URL: www.ugb.ac.in

P.O: Mokdumpur, Dist.: Malda, West Bengal, Pin: 732103 (India)

Ref. No.: 003/UGB/VC-2024 **Date: 30.01.2024**

MESSAGE

I'm glad to learn that the "Manikchak College" is going to publish its Annual College Magazine **"*SṚIJAN* (সৃজন)"**. A college magazine reflects the consolidated efforts of the teachers and the students to contribute articles to the magazine in a creative manner. All students and elites will be inspired to create literary, scientific, historical and others contemporary articles. I am also confident that it will serve as a source of inspiration for the teachers as well as the students to contribute articles regularly to the magazine in future. The Faculty Members, the Governing / Administrative Body and other related persons deserves a lot of thanks for the great work.

I wish for the non-stop publication of **"*SṚJANA* (সৃজন)"** every year with gradual improvement in its style and standard. I convey my best wishes to all concerned.

RKDey
30/01/2024

(Prof. Rajat Kishire Dey)
Vice Chancellor

Vice-Chancellor
University of Gour Banga

To,
The Principal / Convener, Magazine Committee,
Manikchak College,
Mathurapur,
Malda, West Bengal – 732 203.

MANIKCHAK COLLEGE

(Affiliated to the University of Gour Banga)
ESTD. : 2014
POST : MATHURAPUR, DIST. - MALDA, PIN - 732203
Website : www.manikchakcollege.com // e-mail : manichakcollege@gmail.com
Phone : 03513-28348

Ref. No.......................... *Date........................*

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, হাওয়া খেলে পেট ভরে না , তবে খাদ্য হজম করতে হাওয়া খেতে হয়। ভেতর-বাহির যে কোনো জগতের জ্ঞানকে প্রাণের আত্তীকরণ করতে যেমন স্বাধীনপাঠের দরকার , অনুরূপ স্বাধীন মননচর্চারও প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তাই নিজের মন ও মননকে, ভাব ও ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে প্রাণ উদগ্রীব থাকে, আর এই উদগ্রীবতার কারণে অকপটে আমাদের মনের কথা বন্ধু-বান্ধব ও নিকটজনের কাছে মৌখিক আকারে ভাসিয়ে দিই ।উড়ে যায় বাতাসে। দলিল থাকে না। এই মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণের জন্য চাই পৃষ্ঠার খাঁচায় হরফবন্দীর ভাবনা।

যুগ যত এগিয়ে চলেছে ততই বেড়েছে মানুষের ব্যস্ততা। বিড়ম্বনার ফর্দটাও সমহারে ক্রমবর্ধমান। স্বাধীন মননচর্চায় মরাস্রোত দেখা দিয়েছে। খরস্রোতা করতে প্রয়োজন অনুকূল বাতাসের ।'সৃজন'-৩ সংখ্যা পূর্ণরূপে না হলেও খানিকটা মননচর্চার অনুকূল বাতাস বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা হয়েছে। পড়াশোনা ও শরীর চর্চার পাশাপাশি মননচর্চা হলে ঘর ও বাহির উভয়কেই উপভোগ করা সহজ হয়।

২০১৪ - কলেজ স্থাপনা । ২০১৭তে ইমারত গঠন। কলেজের বয়স এক দশক ছুঁই-ছুঁই । এই স্বল্পকালে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'সৃজন'-এর ৩-য় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। ছাত্র-ছাত্রীর নানাধর্মী লেখা নিয়ে পত্রিকা পূর্ণতা পেয়েছে তাই আমি আনন্দিত। তাদের গহনমনের ভেতরে জমে থাকা প্রতিভাকে ডানা মেলার সুযোগ করে দিতে পারার জন্য আমি আরও আপ্লুত । নিকট ভবিষ্যতে এমন মানঋদ্ধ পত্রিকা প্রকাশের বাসনা রাখি। পত্রিকাকে বাস্তব রূপ দিতে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই । শেষকথা এই, আমাদের প্রয়াস সমাজের কল্যাণ আনলে শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

ধন্যবাদান্তে-

অধ্যক্ষ, মানিকচকক কলেজ

মানিকচক কলেজ গ্রন্থাগার

একটি প্রতিবেদন

কমল কৃষ্ণ সরকার
ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, মানিকচক কলেজ গ্রন্থাগার মালদা

প্রতি বছরের মত এ বছরও মানিকচক কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষে পত্রিকা সম্পাদক/ আহ্বায়ক মাননীয় অধ্যাপক ড. সাদিকুল ইসলাম মহাশয় আমাকে পত্রিকার জন্য কোন বিষয়ে লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাই অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর ভাবলাম যেহেতু আমি একজন গ্রন্থাগারিক, সেইহেতু মানিকচক কলেজ গ্রন্থাগার বিষয়ে লেখাই যুক্তি পূর্ণ হবে সেই ভাবনা থেকে এই প্রয়াস।

মানিকচক কলেজ ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কলেজ গ্রন্থাগারের জন্ম হয়েছে। জন্ম লগ্নে কিছু গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের দান ও কলেজের নিজস্ব ফান্ড থেকে ক্রয় করে গ্রন্থাগারের শুভ সূচনা হয়। বর্তমানে (১৭ই অক্টোবর ২০২৩) বইয়ের সংখ্যা ৫৯৯৬। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এস. আর. রঙ্গনাথন-এর পঞ্চম সূত্র অনুযায়ী গ্রন্থাগার হলো একটি ক্রমবর্ধমান জীব অর্থাৎ যে কোন জীব যেমন ধীরে ধীরে বড় হয় সেরূপ গ্রন্থাগারও বৃদ্ধি পাবে। এই বিশাল বইয়ের ভাণ্ডারকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠকের হাতে তুলে দেওয়াই হচ্ছে গ্রন্থাগারের কাজ। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেমন ব্যাংক, রেল, বিভিন্ন অফিস, আদালত, শপিং মল প্রতিটি জায়গায় কম্পিউটারের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষেবা দেওয়া যায় তার একটা প্রতিযোগিতা চলছে। এই থেকে গ্রন্থাগারও বাদ নেই। বর্তমানে গ্রন্থাগারও KOHA নামক একটি সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

০১.১১.২০২২ তারিখে মানিকচক কলেজে KOHA সফটওয়্যার এক্টিভেট করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে KOHA কি? এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

গ্রন্থাগার পরিচালনা বা অটোমেটেড করার জন্য একটি সুসংহত Library Management System প্রয়োজন। ২০০০ সালে নিউজিল্যান্ডে ওয়েব ভিত্তিক এই সমন্বিত ডাটাবেসের ব্যবহার শুরু হয় KOHA ব্যবহারের মাধ্যমে। সারা পৃথিবীতে যে সমস্ত Library Management System আছে তার মধ্যে KOHA অন্যতম। KOHA System দুটি পদ্ধতিতে কাজ করে একটি Online ও অন্যটি Offline. Offline পদ্ধতিতে KOHA একটি গ্রন্থাগারের মধ্যে সমস্ত বিভাগের সাথে LAN-র মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের কম্পিউটারগুলির মধ্যে সংযোগে থাকে। এক্ষেত্রে শুধু একটি সার্ভার থাকবে যেখানে KOHA Install করা থাকবে।

অন্য পদ্ধতি হলো Online। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কোন সার্ভার থাকবে না শুধু ইন্টারনেট সংযোগ থাকা জরুরী। এখানে সার্ভার অন্য কারো কাছে থাকবে। গ্রন্থাগারের কম্পিউটারগুলি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে KOHA তে কাজ করতে পারবে। এই পদ্ধতিকে Cloud পদ্ধতি বলে। মানিকচক কলেজে Online cloud পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

পাঠক KOHA-র সাহায্যে খুব সহজেই তার প্রয়োজনীয় বইটি সার্চ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এক মুহূর্তে বইটি অন্য কার কাছে আছে, জানা যায়। এর সাহায্যে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজ অর্থাৎ বইয়ের তথ্য, বই কেনা, বিল প্রদান, পাঠকদের তথ্য, বই লেনদেন সমস্ত ধরনের রিপোর্ট খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় আগের মত কার্ড বা পুস্তক ক্যাটালগ হাতরে বেড়াতে হয় না কোন বইয়ের জন্য।

এইবার ছাত্র-ছাত্রীরা KOHA-র মাধ্যমে কি করে তার নিজস্ব মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে সার্চ করে তার বই এর হদিশ পাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা মোবাইলে ইন্টারনেট চালু করব তারপর গুগলে গিয়ে নিচের লিংকটি সার্চ করে টাইপ করব বিনা স্পেস দিয়ে।

mccl-opac.libcarecloud.com

এরপর একটি page খুলবে সেখানে Library Catalog লেখা ঘরে click করব এরপর আরো একটি page খুলবে সেখানে নিম্নলিখিত লেখাগুলি থাকবে যেমন, Title– Author– Subject– ISBN– ISSN– Series ও Call number ইত্যাদি। এইগুলো যেকোনো একটি দিয়ে সার্চ করতে পারব। উদাহরণ হিসাবে Subject-এ ক্লিক করলে Subject এর নিচের লাইনে যার যে Subject-এর বই এর প্রয়োজন সে সেই Subject টাইপ করবে। ধরা যাক Bengali বইয়ের জন্য Bengali টাইপ করলাম এরপর Go এ ক্লিক করলে গ্রন্থাগারে যত বাংলা বই আছে তার পুরো লিস্ট আমাদের সামনে আসবে।। এরপর যে বই আমার দরকার সেই ঘরে অর্থাৎ যেখানে বইয়ের নাম লেখা আছে সেখানে ক্লিক করলে আরো একটি page খুলবে সেই page-র উপরে তিনটে option পাব যেমন Normal view– MARC View– ISBD view। আমরা MARC view এ ক্লিক করবো। এবার একটি page আসবে সেই page-র নিচের দিকে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে দুটি তথ্য যেমন ACC No. এবং Call No. এই দুটি তথ্য Requisition Slip fill up করার সময় প্রয়োজন হবে। Requisition Slip fill up করে গ্রন্থাগার কর্মীদের দিলে তারা সেলফ থেকে বই নিয়ে এসে কম্পিউটারে বই নথিভুক্ত করে পাঠককে দেবে।

মোবাইলে বই সার্চ করার আরেকটি পদ্ধতি হলো নিজের মোবাইলে QR Code Scanner Install করে গ্রন্থাগারের Notice Board থেকে QR Code Scan করেও আমরা তাড়াতাড়ি বই সার্চ করতে পারব।

পরিশেষে জানাই উপরোক্ত বই সার্চ করার নিয়মাবলী ছাত্র-ছাত্রী তার মোবাইলে চেষ্টা করে দেখবে যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে আমরা সপ্তাহের ছয় দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করি এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা করে থাকি।

গ্রাম বাংলার চির ঐতিহ্য
পাতা খেলা

বিজন সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মানিকচক কলেজ

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে তুকতাক, যাদুবিদ্যা, বশীকরণ বিদ্যা চলে আসছে। বর্তমনেও তার প্রচলন রয়েছে। বৈদিক সাহিত্য হল বেদ। বেদের চারটি ভাগ হল ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। অথর্ব বেদেই রয়েছে যাদুবিদ্যা, বশীকরণ বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্রের কথা। সেই কাল থেকেই জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে তান্ত্রিকবিদ্যা। বেদের সময় থেকেই মানুষ বিভিন্ন রকম রোগে পড়লে গ্রামগঞ্জের তান্ত্রিক বা ওঝাদের কাছে যেতেন ঝারফুক করার জন্য। এবং তাদের বিশ্বাস ছিল তান্ত্রিক বা ওঝাদের কাছে গেলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এখনও গ্রামবাংলায় তাই তান্ত্রিক বা ওঝাদের প্রভাব রয়েছে। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তান্ত্রিকদের গুরুত্ব কমেছে অনেকটায়। তা সত্ত্বেও সাপ কামড়ালে, ভূতে ধরলে বা ডাইনিতে ধরলে মানুষ তান্ত্রিক বা ওঝাদের কাছে যায় এখনও।

মানুষকে সাপে কামড়ালে ওঝা বা তান্ত্রিকদের কাছে যেত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরকে সাপে কামড়ালে, চাঁদ সওদাগর বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের ওঝা বা তান্ত্রিকদের আমন্ত্রণ জানান তাঁর পুত্রকে ভালো করার জন্য। বর্তমানেও এমন ঘটনা অনেক দেখা যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভাবে তান্ত্রিক বা ওঝাদের প্রভাব কমলেও গ্রাম বাংলায় ‘পাতা খেলা’ প্রথা রয়েই গেছে।

‘পাতা খেলা’ হল গ্রাম বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি খেলা। এই খেলা হয় মনসা পূজার পরের দিন। কি কারণে এই খেলা হয় তার সঠিক তথ্য জানা যায় নি এখনও পর্যন্ত। হয়তো ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের মূল চরিত্র লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য তাঁর পিতা চাঁদ সওদাগর তান্ত্রিকদের যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তারই ফলস্রুতি স্বরূপ এই খেলা চলে আসছে। এই খেলা হয় বিশাল বড়ো খেলার মাঠে। প্রতি বছর বিভিন্ন ক্লাব বা সংস্থা এই ‘পাতা খেলা’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী তান্ত্রিকদের মধ্যে যাঁরা প্রথম এবং দ্বিতীয় হন তাদের বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই খেলায় মাঠের মাঝখানে পুঁতে রাখা হয় একটি কলাগাছ। গোড়ায় থাকে জলভর্তি মাটির ঘটি। খেলার মাঠের চারিদিকে চুন দিয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা হয়। ঘটির চারিদিকে চুন দিয়ে দেওয়া হয়। পাতা হিসেবে রাখা হয় চারজন মানুষকে।

বিভিন্ন গ্রামের বড় বড় তান্ত্রিকরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন। ঘটির জলে হাত ভিজিয়ে মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে তান্ত্রিক (খেলোয়াড়রা) অবস্থান নিয়ে মাটিতে হাত দিয়ে শুরু হয় মন্ত্র

পড়া। এই খেলায় চারজন প্রধান তান্ত্রিক থাকেন বিচারক হিসেবে। ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছোট থেকে বড়ো সকলেই আসেন। এই খেলাকে কেন্দ্র করে মাঠের চারপাশে বসে বাহারি খাবার ও পণ্যের দোকান। খেলায় ওঝা বা তান্ত্রিক মন্ত্রের সাহায্যে বেশী পাতাকে বশ করে দাগের বাইরে নিয়ে নিজেদের কাছে আনতে পারলে সেই ওঝা বা তান্ত্রিক জয়লাভ করে। অন্যদিকে পাতা ওঝার মন্ত্রে নিজেকে স্থির রেখে দাগের ভেতরে থাকতে পারলে তাকেও বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। ওঝা বা তান্ত্রিক তাঁর লক্ষ্য পূরণে 'দুই চোখে দেখাদেখি / চার চোখে টানাটানি / সপ্তচোখে বশ / ওরে বম/ আমাকে ছাড়িয়া যদি অন্যদিকে যাস / দোহাই তোর মহাদেব / দোহাই তোর ঈশ্বরের মাথা খাস' - মন্ত্রের সাহায্যে পাতাকে বশ করে দাগের বাইরে নিয়ে আসতে কৌশল অবলম্বন শুরু করেন।

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের শক্তিতে অনেকে পাতাকে বৃত্তের ভেতরে অবস্থান কবানোর চেষ্টা করেন। আবার অনেকে বৃত্তের বাইরে পাতাকে আনতে পারেন না। দর্শকদের করতালি, উৎসাহ এবং উন্মাদনায় চলতে থাকে খেলা। সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত চলে এই খেলা। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সকে বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

'পাতা খেলা' প্রধানত দেখা যায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দুই দিনাজপুর জেলায়, মালদার কিছু অংশ এবং বাংলাদেশে। পাতা খেলায় অংশ নেওয়া ওঝা বা তান্ত্রিকরা বলেন, 'পাতা খেলা' গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। এখানে তান্ত্রিকদের মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন ক্লাব বা সংস্থার কাছ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা এই খেলা আয়োজন করেন গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই খেলা কিছুটা অবিশ্বাস্য হলেও তাঁরা এই খেলা পরিচালনা করেন প্রতিবছর ঐতিহ্যকে বাঁচানোর জন্য এবং কিছুটা মানুষের বিনোদনের জন্য। তাই এই লেখার মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানুক এবং এইরকম গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখুক।

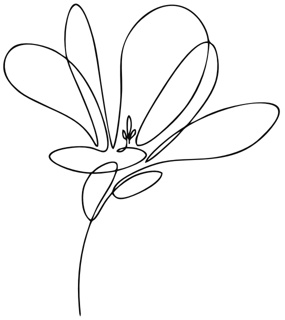

পরিবেশ দূষণে প্লাস্টিকের ভয়াবহতা

মিতালী মন্ডল
সংস্কৃত অনার্স

বর্তমান পৃথিবীতে সকল মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে আছে প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক তৈরি হয় বেনজিন, ইথিলিন ও আরো নানা পদার্থ দিয়ে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে, ততই মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, সেটি হল প্লাস্টিক দূষণ।

এই প্লাস্টিক বেশি ব্যবহার হওয়ার কারণে আমাদের আধুনিক জীবনে প্লাস্টিক বা তার থেকে তৈরি জিনিসপত্র ছাড়া একটা সময় কাটে না। আজ প্লাস্টিক বাড়ি থেকে শুরু করে গবেষণা এমন কি চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জামে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা যে প্লাস্টিক ব্যবহার করছি তার প্রধান কারণ হলো এটি ক্ষয় প্রতিরোধক কম দামে পাওয়া যায়, জল প্রতিরোধক হালকা কিন্তু মজবুত সহজে গলিয়ে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। তাই আজ সারা পৃথিবীর মানুষের মন জয় করে ফেলেছে এই প্লাস্টিক।

এখন প্রায় প্রত্যেকে আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করি। বর্তমান যুগে আসবাবপত্র, দরজা-জানলা প্রায় সমস্ত কিছু প্লাস্টিকের তৈরি হচ্ছে। ফলে কাঠের তৈরি জিনিসের অবলুপ্তি ঘটছে। এর ফলে কাঠের চাহিদাও কমছে। আমাদের প্লাস্টিকের জিনিসের ক্রয়ের ফলে নিয়মিত কাষ্ঠ শ্রমিকদের রোজগার কম পরিমাণে হচ্ছে।

আমরা প্লাস্টিকের জিনিসে করে নিয়মিত খাবার খেয়ে থাকি। কিন্তু এই প্লাস্টিক খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশে মানব শরীরে প্রবেশ করে। এর ফলে হজম শক্তি, কিডনির সমস্যা ও অন্যান্য রোগের সৃষ্টি করে। এখন বাজারে প্রায় নানা ধরনের খাবার পাওয়া যায় যেমন, চিপ্‌স এগুলি খেতে মুখ হলেও ছোট শিশুরা আজ নানা রোগের মুখোমুখি হচ্ছে। কোন কোন পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে হারিয়ে ফেলছে।

প্লাস্টিক এখন আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। একসময় জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাপড়ের থলি, পাটের তৈরি ব্যাগ,

কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করা হতো। এগুলি ছিল পরিবেশ বান্ধব। ব্যবহার করার পর ফেলে দিলে সহজে প্রকৃতিতে মিশে যেত। কিন্তু প্লাস্টিক ব্যবহারের পর ফেলে দিলে তা প্রকৃতিতে মিশে না গিয়ে বরং প্রকৃতির ক্ষতি করে। এই প্লাস্টিক পোড়ালে এক বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই প্লাস্টিক যেখানে ফেলে দেওয়া হয় সেখানকার মাটি দূষিত হয়ে যায়। এর ফলে সেখানে কোন গাছ জন্মাতে পারে না। আজ সমস্ত জায়গায় বড় বড় শপিং মল, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু ১০০ শতাংশের মধ্যে ১০ শতাংশ গাছ লাগানো হলেও সেই গাছ বড় হয়ে উঠতে পারছে না। কারণ প্লাস্টিক ফেলে দিলে হাজার হাজার বছর পরেও মাটিতে মিশে যায় না, বরং মাটির গুণ ও পুষ্টি মৌলগুলি গ্রাস করে ফেলে।

আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করছি ঠিকই কিন্তু এর ফলে বিভিন্ন প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটছে ও মারাও যাচ্ছে। রাস্তায় কোন খাবার প্লাস্টিকে পড়ে থাকলে তা কুকুর, গরু, ছাগল খেয়ে ফেলছে এবং একসময় অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে। এ প্লাস্টিক বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে নদী ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এবং জলের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জলজ প্রাণী তা খাবার ভেবে খেয়ে ফেললে অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে। এর ফলে জীবজগৎ বিনষ্ট হচ্ছে।

প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে ব্যবহার করা প্লাস্টিকগুলি যাতে আবার ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা করলে প্লাস্টিক দূষণ অনেকটাই মোকাবিলা করা যাবে। ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার করে নানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা যেতে পারে। তবে পরিবেশ অনেকটাই সুস্থ থাকবে।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে যেমন একসময় দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ হয় তখন অসুরকে মেরে ফেলা সত্ত্বেও তার রক্তবীজ যেখানে পড়েছিল সেখানে অসুর সৃষ্টি হয়েছিল। ঠিক তেমনই এই প্লাস্টিক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। অশুরকে বধ করতে যেমন দেবী দুর্গা স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন, সেরূপ বিবেক নামক দুর্গাকে জাগ্রত করতে পারলেই প্লাস্টিক রূপ অসুরের মতো হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব। ঠিক তেমনি ক্রমাগত বিভিন্ন প্রচার অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিক দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে আসন্ন বিপদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব।

গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান

জবা মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ

গাছ আমাদের বন্ধু। গাছই একমাত্র উৎপাদক, যে সূর্যরশ্মির দ্বারা নিজের শরীরে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে।

প্রাচীনকালে গুরুকুলে গাছের তলায় বসে গুরু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করতেন। মুনিগণ ফলমূল খেয়ে বনে বসবাস করতেন। অনেক পশু-পাখি গাছকেই কেন্দ্র করে নিজেরে জীবনযাপন করে। বর্তমান সভ্যতায় চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি, জানলা, দরজা, আসবাবপত্র ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাছ থেকেইঈ সংগ্রহ করে থাকি। জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেছিলেন - “গাছেরও প্রাণ রয়েছে।” গাছ বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে প্রাণবায়ু অক্সিজেন প্রদান করে। কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের পরিবেশের চারপাশের গাছ হারিয়ে যেতে চলেছে। এর জন্য দায়ী মানুষ। মানুষ গাছ কেটে ফেলে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে এক মিনিটে প্রায় পাঁচ একর জমির গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। গাছ কেটে ফেলার কারণে পৃথিবীর ওপর তার ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর পৃথিবীকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে। মানুষের গাছ কেটে ফেলার কারণে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ওজোন স্তরকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করছে। যার ফলে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে মানুষের ত্বকের ক্যানসার, চোখে ছানি পড়া ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি করছে।

তাছাড়া ওজোন স্তর ধ্বংসের ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন দেখা দিচ্ছে। আর এই বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু পর্বতের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র জলের উচ্চতা বেড়ে যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত জল নদীতে প্রবেশ করে নদীর জলকে লবণাক্ত করে তুলছে।

গাছের শিকড় মাটির কণা ধরে রাখে। তাই গাছ

কাটলে সেখানকার মাটি নরম হয়ে আলগা হয়ে বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে চলে যায়। ফলে সেখানে খরা সৃষ্টি হয়। আর গাছ মানবকূলকে বন্যার কড়াল গ্রাস থেকেও রক্ষা করে। ফলে গাছ কাটলে সেই স্থানে বন্যা দেখা দেয়।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। অধিক জনসংখ্যা হওয়ার কারণে বাড়ি নির্মাণ, জমি চাষবাস কার জন্য গাছ কাটা হচ্ছে। অতএব গাছ কাটার কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। তারই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকারের দূষণ বেড়েই চলেছে।

এছাড়া ঘন বনের মধ্যে গাছের পরস্পরের ঘর্ষণের ফলে দাবানলের সৃষ্টি হয়ে সেখানে প্রচুর গাছ নষ্ট হয় এবং সেখানকার পাখি, পশু, জীবজন্তু মারা যায়।

সুতরাং আমাদের বৃক্ষ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ মানুষ হল শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষই একমাত্র জীবকূলকে সংরক্ষণ করতে পারে।

প্রথমত, যে সমস্ত মানুষ গাছ নষ্ট করে বা কেটে ফেলে তাদের ওপর আইনগতভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বাঁধ, নদীর ধারে বৃক্ষরোপণ করে বন্যার কড়াল গ্রাস থেকে মানবকূলকে বাঁচানো যেতে পারে। অথবা, খরা প্রবণ অঞ্চলে গাছ লাগিয়ে মরবুমির প্রসার রোধ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, মানুসেণ মধ্যে ও সমাজের বুকে জনচেতনা গড়ে তুলতে হবে। অতএব, এইভাবেই বন অর্থাৎ গাছ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। আর এইভাবে অসুররূপী দূষণের হাত থেকে মানুষকূলকে অর্থাৎ জীবকূলের প্রাণ সংরক্ষিত করতে পারি।

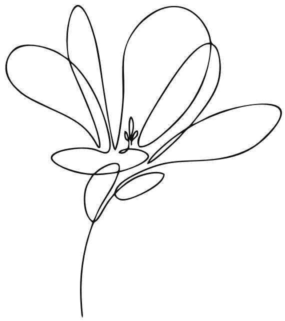

বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারী : প্রসঙ্গ ফজিলতুননেসা

রাজকুমার মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে উচ্চশিক্ষা, কর্মজীবন ও বৃহত্তম সমাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেকখানিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু ও বেগম রোকেয়া যে যাত্রাপথ তৈরী করেছিলেন সেই পথ দিয়ে বহু মেয়েই তাদের লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছেন। মুসলিম নারীর সংখ্যা সেই তুলনায় কিছুটা কম হলেও পড়াশুনা ও কর্ম জীবনে তাদের অংশগ্রহণ একেবারেই অজানা ছিল না। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া একাই একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। বেগম রোকেয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন ফজিলতুননেসা ও আখতার ইমাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফজিলতুননেসা ছিলেন বেথুন কলেজের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলায় নারী শিক্ষার ব্যাপারে এমনকি মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বেথুন কলেজের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পূর্ব বাংলার দূরদূরান্ত থেকে এমনকি সুদূর আসাম থেকেও মুসলিম মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করতে আসতো[১]। আজকের মেয়েরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেন তা পাকা ফলটির মতো টুক করে তাদের আসে নি। এটা তাদের জানা দরকার। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পূর্বসূরীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, হতাশা, লাঞ্ছনা ও লড়াইয়ের কথা মনে রাখতে হবে[২]।

সেকালের পত্রপত্রিকা বা সরকারী গেজেটে এই বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে

সাথে বিবিধ সাহিত্য, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে নারী শিক্ষা তথা নারী স্বাধীনতা ও অবরোধ মুক্তির কথা জানা যায়। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ফজিলতুননেসার আত্মপ্রকাশের সাতকাহন[৩]।

১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইল জেলার করটিয়ার অল্প দূরে কুমল্লী নামক গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ফজিলতুননেসা। স্বল্পশিক্ষিত পিতা করটিয়ার জমিদার বাড়িতে সামান্য চাকরী করতেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে শুরু হলেও পিতা ওয়াজেদ খান কন্যার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে ঢাকা শহরে নিয়ে এসে ইডেন গার্লস স্কুলে ভর্তি করেন। এক্ষেত্রে পিতা ওয়াজেদ খানের কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করার আকাঙ্খা এক বিরল দৃষ্টান্ত বলে মনে করা উচিত। যোগ্য কন্যা পিতার এই অভিলাষ পূরণ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা ডিভিশনের সকল প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে পাশ করেন ফজিলতুননেসা। এরপর ১৯২৩ সালে বাড়ি থেকে অনেক দূর কলকাতায় বেথুন কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বেথুন কলেজে কেন ভর্তি হলেন - এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গ্রামীণ সমালোচনায় কন্যার উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ওয়াজেদ খানের এই ভয় ছিল অথবা তাঁর মনে হয়েছিল যে কলকাতার মুক্ত আকশে ডালপালা মেলার সুযোগ অনেক বেশী। ১৯২৫ সালে ফজিলতুননেসা ডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ করেন। এরপর ফজিলতুননেসা ঢাকায় ফিরে যান এবং ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্র গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। এক্ষেত্রে ফজিলতুননেসার কৃতিত্ব একটি ইতিহাস তৈরী করে। কেননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম ছাত্রী। আরো একটি ব্যাপারে ইতিহাস তৈরী করেন তিনি। একমাত্র মুসলিম ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বোরখা ছাড়া যাতায়াত করতেন। এর জন্য তাকে যথেষ্ট সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। এরপর তিনি ১৯২৮ সালে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। তবে এই সময় পিতার অসুস্থতার খবরে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তাকে ফিরে আসতে হয়। এই অবধি ফজিলতুননেসার শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের কাহিনী যেকোন উচ্চভিলাষী নারীর মতোই। শুধুমাত্র শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের সাফল্যই তাঁর জীবনের শেষ কথা নয় তা বোঝা যায় যখন দেখি প্রতিটি সফলতা বা ব্যর্থতালাভ তাদের আয়ত্ত করতে হয়েছে অসীম মনোবল ও সাহসের সাথে। প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থার সাথে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করেছেন। এই লড়াই, এই যুদ্ধও এক ধরনের স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

বিংশ শতকের দুই এর দশকে শিক্ষিত মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা যখন অতি নগণ্য সেই সময়ে গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে সুদূর প্রবাসে নির্ভীক পদক্ষেপ তিনি এগিয়ে গেছেন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাশ চরিতার্থ করার জন্যই নয়, সমকালীন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের অনেক বাধা নিষেধও তিনি শক্ত মানসিকতায় উপেক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি বোরখা পড়তেন না।

লড়াইয়ের শুরু সেই সময় থেকেই। সেই সময় সেই যুগে এই অবরোধ অবগুণ্ঠন অস্বীকার করা যে কি দুঃসাহসিক কাজ ছিল - তা বোঝা যায় শুধু নিন্দা অপবাদ নয়, তার ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে শারীরিক আঘাত করার চেষ্টা দিয়ে। ফজিলতুননেসার দ্বিতীয় লড়াই শুরু বিলেত যাত্রার সূচনায়। তার নিজের কথায়, 'স্বাধীনভাবে চলার জন্য যে মিথ্যা অপবাদ আমাকে দেওয়া হয়েছে কিরূপ কষ্ট করে কত অপমান সহ্য করে আমি এম.এ. পাস করেছি। এখন আমার ইচ্ছা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম মেয়ে বলে আমায় বিলেত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ধর্মবিরোধী কাজ বলে তাতে নাকি মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হবে। এতে আমার সংকল্প ছাড়া আর কোন সম্বল নেই।'[৪] এই সংকল্পই ছিল তার লড়াইয়ের অস্ত্র। তার জয়যাত্রায় মূল কারণ। তার বিলাত যাত্রায় সহায়ক ছিলেন সভাপতি সম্পাদক, নারী শিক্ষা ও প্রগতির একনিষ্ঠ সমর্থক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। সাহায্য লাভের আশায় কলকাতায় তৎকালীন মহামেডান এডুকেশনের এ.ডি.পি.আই. খান বাহাদুর আব্দুল লতিফ খানের কাছে উপস্থিত হন। তিনি সওগাতের প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তার মাধ্যমে প্রস্তাব রাখা হয় তৎকালীন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মোশারফ হোসেনের কাছে। এক্ষেত্রে মোশারফ-এর মন্তব্য ছিল মুসলমান মেয়ে বেপর্দা হয়ে বিলেত যাবে আর আমি সহায়তা করব তাহলে আমার নিন্দার অন্ত থাকবে না। শেষ পর্যন্ত মোঃ নাসিরউদ্দিন শিক্ষামন্ত্রীকে বোঝালেন যে এই মেয়ে বিলেত যাবেই। প্রয়োজন হলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও যাবে। সেই সময় সওগাত পত্রিকার খুব নামডাক। শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী বিরূপ প্রচারের ভয়ে রাজি হলেন। সেই বছরই অর্থাৎ ১৯২৮ সালের তালিকায় ফজিলতুন্নেসার নাম দেওয়া হল।[৫] সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা অসাধারণ মাত্রা নিয়েছিল। এই ঘটনা ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অসম নিয়মের বিরুদ্ধে ফজিলতুননেসার দ্বিতীয় লড়াই, দ্বিতীয় জয়, শুধুমাত্র সংকল্পকে অস্ত্র অবলম্বন করে। ধর্ম বা সমাজ জীবন কোন বাধা নয়, এ কথা মোঃ নাসিরউদ্দিন বুঝেছিলেন। ১৯৩৪ সালের সওগাতের সম্পাদকীয়তে মোঃ নাসিরউদ্দিন আত্মশক্তিতে বলিয়ান নারীর আগমন কামনা করেছিলেন। যে নারী সকল নারীর অগ্রদূত হয়ে সবলে আপন ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেবে। তাই ফজিলতুননেসাকে বলেছিলেন যদি আপনার বিলেত যাত্রা সফল হয় তবে আমাদের নারী প্রগতি আন্দোলন অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

১৯৩৪ সালের সওগাতের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত ফজিলতুননেসার প্রবন্ধ থেকে জানা যায় জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলে সমাজের কাজে লাগাবার জন্য দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন - শিক্ষা ও স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের সমাজ এই প্রয়োজনীয় অর্ধাংশ উপেক্ষা করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। এর চেয়ে দুঃখের ও নিরাশার বিষয় আর কি হতে পারে? নারীকে পর্দার অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে। বাইরের কোন সাড়া তার মনকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। নিজের সাফল্যের মুহূর্তে হতভাগ্য অন্য মেয়েদের কথা তাঁর মনে হয়েছে। আজ এই একবিংশ শতকেও তার বক্তব্য কি ভীষণ প্রাসঙ্গিক।[৬] অধ্যয়নের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন সাফল্যের চাবিকাঠি। একজন ব্যক্তির পরিচয় তার

মেধায়, কর্মে, তার স্বনির্ভরতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তিনি পুরুষ কি নারী তিনি হিন্দু না মুসলিম সেটা বিবেচ্য নয় একথা বুঝেছিলেন মাত্র ২২ বছর বয়সে। গত শতাব্দীর দুই-এর দশকে নারী মুক্তির চিন্তা পুরুষকে ভাবতে হবে, নারীর তার সমকক্ষ কোনোভাবে তার থেকে হেও বা তার অধীনস্থ নয়। পুরুষের অভিজ্ঞতা ও কর্তব্য নারীর প্রগতির ক্ষেত্রে দরকার।

যখন অস্ফুট দ্বিধাগ্রস্ত তরুণী ফজিলতুননেসার স্পষ্ট উক্তি বলিষ্ঠ চিন্তা ভাবনা ব্যতিক্রম বলে মনে করতে হবে। এখানে আরেকটি দিক বিবেচনার বিষয় ফজিলতুননেসা নারী মুক্তির কথা ভেবেছেন নারীকে পুরুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর স্বনির্ভরতা এককভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় পুরুষের উপলব্ধি বা মানসিক পরিবর্তন ছাড়া। ফজিলতুননেসা পিতার সাহায্য ও অনুপ্রেরণা কোন সময় বিস্মৃত হননি। মনে রেখেছেন বন্ধু মোঃ নাসিরুদ্দিন বা কাজী মোতাহার হোসেনের কথা। পিতাকে বাদ দিয়ে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতো না। মোঃ নাসিরউদ্দিনের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া তিনি কি স্বদেশ ছাড়িয়ে বিদেশে প্রচারণা করতে পারতেন? কিন্তু পিতা ওয়াজেদ খান বা মোঃ নাসিরউদ্দিন তো সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাই তিনি সওগাত পত্রিকার মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানিয়েছেন যে নারী উন্নতির পথে এই যে শিক্ষার অভাবজনিত যে বাধা, ওটা ভেঙে ফেলে দিতে সাহায্য করুন প্রয়োজন শুধু সাহস ও উৎসাহের।[৭]

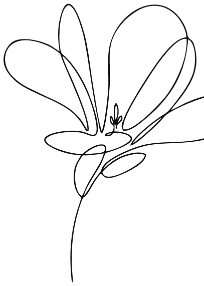

তথ্যসূত্র

১. বেথুন কলেজ পত্রিকা, ১৯৩৪, পৃষ্ঠা ৩৫- ৩৬

২. সেন, মনিকুন্তলা, সেদিনের কথা, ১৯৮২

৩. ক) বামাবোধিনী পত্রিকা ৫৭ বছর, জুন ১৯২০, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, ৬৮২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৩
   খ) এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

৪. বাংলা সাহিত্যের সওগাতের যুগ, পৃষ্ঠা ৩৮২-৫৯২

৫. তদেব

৬. তদেব

৭. সওগাত অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ থেকে উদ্ধৃত উন্নাসার জেনা না মাহফিল শাহিন আক্তার, মৌসুমী ভৌমিক, পৃষ্ঠা ১৬৭

একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
দক্ষিণ দিনাজপুর কুশমন্ডির

খন পালা গান

মাসুম আজাহার
পঞ্চম সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - আমাদের মানিকচক কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. গৌতম সরকার মহাশয় এবং সহকারী অধ্যাপক মোঃ সাদেকুল ইসলাম মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় গত মে মাসের ১৭ তারিখ বুধবার দক্ষিণ দিনাজুপর জেলার অধীনস্ত কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি খন পালাগানের আয়োজন করা হয়েছিল। ঊষাভানু লোকনাট্য দলের শিল্পীরা উপস্থাপন করেন এই 'ফাঁকা-ডাব' নামক খন পালাগানটি। সাধারণত সমাজের নিপীড়িত, অসহায় মানুষের জীবন কাহিনীগুলোই এই খন পালাগানের মাধ্যমে নাট্যমচে পাঠক দরবারে উপস্তাপন করা হয়।

ভূমিকা - "খন পালাগান" এর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে গত ১৭ই মে 'ফাঁকা-ডাব' নামক দুটি মূল চরিত্র নিয়ে খন পালাগান আমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছিল। এটিকে 'খন' গান বলে অভিহিত করে, কিন্তু এটির সঠিক নামকরণ হল 'খন পালগান'। সাধারণত দিনাজপুরের রাজবংশীয় ভাষায় এই পালাগানটি সর্বপ্রথমে শুরু হয়েছিল। রাজবংশীদের সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে এই খন পালাগানটি সর্বপ্রথমে শুরু হয়েছিল। রাজবংশীদের সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে এই খন পালাগানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

খন পালাগানের উদ্ভব কবে, কীভাবে হয়েছে, তা অনুমান করা গেলেও সঠিকভাবে জানা যায় নি। তাই অনেক সময় এটাকে শ্রুতিনাটক বলেও অভিহিত করা হয়।

এই খন পালাগানের কোনরকম মুখোশ জাতীয় কোনো চরিত্রের অভিনয় দেখা যায় না। এই খন পালাগানের সঙ্গে 'সৌরভ রায়' বেশ অনেকদিন ধরে যুক্ত আছেন। বর্তমান সময়ে এই খন পালাগানটি নিয়ে কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে।

চরিত্র - এই খন পালাগানে সাধারণত ছেলেরাই নারী সেজে অভিনয় করে থাকেন।

এই গানের মুখ্য চরিত্রগুলি হল - ১) ফাঁকা

(নিপেন্দ্রনাথ বৈশ্য), ২) ডাব (পরিমল বৈশ্য)
এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রগুলি হল - ১) সৌরভ রায় (ছদ্মবেশী টিকিট মাস্টার, ২) জিতেন্দ্রনাথ রায় (টি টি), ৩) চঞ্চল বৈশ্য (ডাবের বাবা), ৪) সরলা (ফাঁকার মা)

বাদ্যযন্ত্র - এই খন পালাগান কিছু বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়। সে যন্ত্রের নাম ও যারা সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাচ্ছিলেন তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হল - ১) হারমোনিয়াম (চঞ্চল বৈশ্য), ২) ডুগি তবলা (অরুণ বৈশ্য), ৩) করতালি (জিতেন্দ্রনাথ রায়)

খন পালাগানের বৈশিষ্ট্য-এই গানের কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল -
১) এই পালাগানটি সাধারণত রাজবংশী ভাষায় নাট্যমঞ্চে পরিবেশন করা হয়। ২) মূলত এই পালাগান একটি বন্দনা গানের মাধ্যমে আরম্ভ হয়ে থাকে। ৩) চিরসত্য ঘটনা অবলম্বনে এই পালা গান হয়ে থাকে। ৪) পুরুষেরাই নারীরূপে সাজসজ্জা করে দর্শকের সামনে পালাগানটি উপস্থাপনা করে থাকেন। ৫) গানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় ও সংলাপের মাধ্যমেও দর্শকের কাছে তুলে ধরা হয়। ৬) খন পালাগানের উৎস দেশভাগ পূর্ব-পশ্চিম দিনাজপুর, ৭) ক্ষত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় খন পালাগান বেশ জনপ্রিয়। ৮) খন পালাগান হল একটি অভিভাবকহীন সন্তানের মতো। কারণ তৎকালীন সময় এটির কোন লিখিত রূপ ছিল না। একটি খন পালাগান উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দেওয়া হল -

“গগন পবন বন্দি
মোর পিতা মাতা
উমরা হইল মোর জন্মদাতা
বেভাগে বন্দি আর
গুরু ভূপানন্দ পুরী।
সত্য সাঁই দেবা।
বিভাগের সূর্য বন্দি
প্রকৃ ভূমি কা
যাহার অধিপতি গোলোকপতি কৃষ্ণা
আর বন্দি পল্টু পচি,
আত-আয়া মোর জগৎ মাঝারে
যাদের কৃপা ধান্য আসি এ ভবের সংসারে
ওম নমঃ নমঃ নমঃ গগন পবন।”

এই খন পালাগানটি নিসয় যিনি লেখালেখি করেছেন তিনি হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ শ্রী খুশী সরকার, পক্ষে শ্রীমতী রেখা সরকার। শুদ্ধিকরণ করেছেন ড. গৌতম সরকার, অধ্যাপক, মানিকচক কলেজ, মালদা।

উপসংহার - “বই মানুষকে জীবনী পড়তে শেখায়, কিন্তু ভ্রমণ মানুষকে কীভাবে জীবনযাপন করতে হয় তা শেখায়।” আমরা চতুর্থ সেমেস্টারে পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরে খুবই আনন্দিত। পরবর্তীকালে, আমরা আরও অনেক বেশি বেশি করে এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করতে চাই।

পরিশেষে বলতে পারি যে, আমাদের মানিকচক কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. গৌতম সরকার মহাশয়, সহকারী অধ্যাপক মোঃ সাদেকুল ইসলাম মহাশয় এবং শ্রী নিমাই চন্দ্র পাল মহাশয়দেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এই “খন পালাগান”টি আপনাদের তত্ত্বাবধানে সুস্থভাবে উপভোগ করতে পেরে আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

গ্রামবাংলার বর্ষা

সায়নী মিশ্র
ইংরেজী বিভাগ

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাসকে আমার ভীষণ পছন্দ কারণ এই দুই মাস জুড়েই গ্রামবাংলায় বর্ষা ঋতু প্রকৃতিকে এবং মানুষের মনকে আবার নতুন করে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের তপ্ত রৌদ্রে এবং অসহ্য গরমে মানুষ, জীব-জন্তু , গাছপালা এবং প্রকৃতি যখন অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন বর্ষার ধারা যেন আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়ে। গ্রীষ্মে যখন খাল-বিল, পুকুর, নদী-নালা ইত্যাদি শুকিয়ে পড়ে তখন বর্ষায় সেই সমস্ত কিছু আবার ভরে ওঠে জলে। গাছেরা মনে হয় আবার নতুন করে বাঁচতে শেখে এবং প্রকৃতি পায় এক নতুনের রূপ। খবরের কাগজে পড়েছি শহরে যখন বৃষ্টি নামে তখন রাস্তায় জল জমা হয়, নালা-নর্দমায় জল জমা হয় এবং এক অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় প্রত্যেককে। এছাড়াও বর্ষায় অসুখ-বিসুখের প্রকোপও বাড়ে প্রচুর। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং সর্দি, কাশি, পেটের রোগও হয় প্রচুর। যেখানে-সেখানে জল জমে থাকার জন্য মশারা সেই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন জলে ডিম পাড়ে আর সেই সব ডিম ফুটে নতুন মশার সৃষ্টি হয়। গ্রামবাংলার চাষীরা এই সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। কারণ এই বর্ষায় তাদের ক্ষেত ফসলে ভরে ওঠে এবং নানান রকমের শস্যের বাহার দেখা যায়। তারা আনন্দে গান করতে থাকে।

> "চল কোদাল চালাই
> ভুলে মানের বালাই
> ঝেরে অলস মেজাজ
> হবে শরীর ঝালাই।"

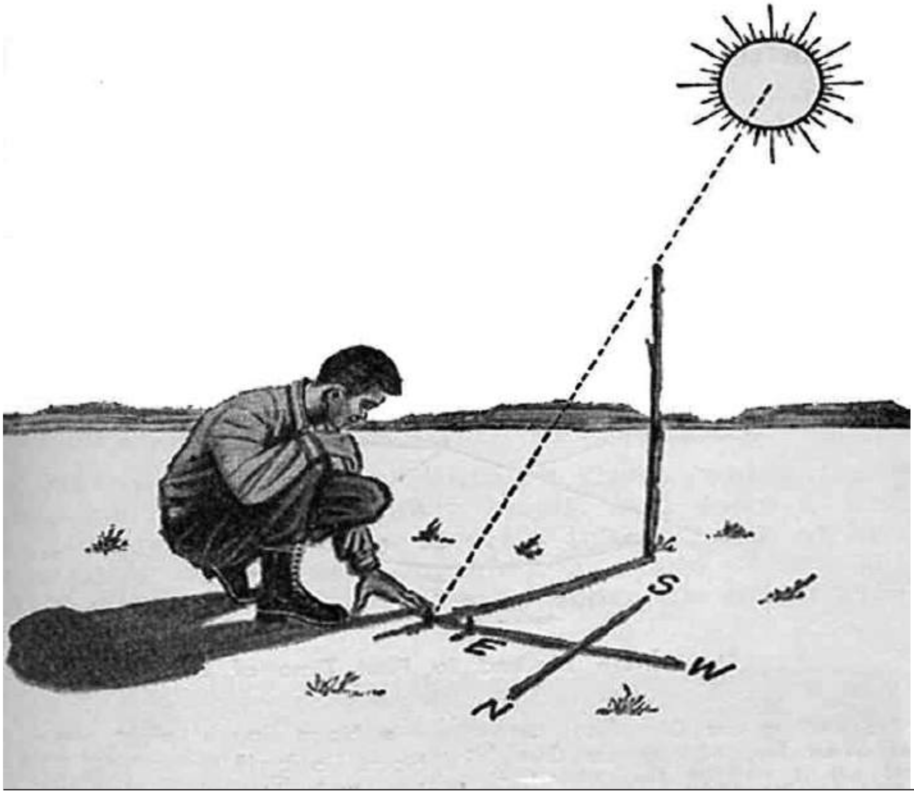

ঘড়ি

সালেহা খাতুন
বাংলা বিভাগ

সময় জানা এখন খুব মামুলি একটি বিষয় হলেও যখন ঘড়ি ছিল না তখন সঠিক সময় জানা ছিল অসাধ্য একটি বিষয়। আমার ঠাকুরমা বলেন যে, তাদের যুগে সময় বুঝতো মানুষ দিনের আলো বা রাতের তারা দেখে। তারা দিনের সময় নির্ণয় করার জন্য খোলা জায়গায় একটি লাঠি পুঁতে রাখতো। সেই লাঠিটিকে ঘিরে ছোট বড়ো কিছু চক্র এঁকে সময়ের সংকেত বুঝতে পারতো। লাঠির ওপর সূর্যের আলো পড়লে তার ছায়া পড়তো মাটিতে তা থেকেই তারা দিনের সময় নির্ণয় করতো। আর রাতের সময় বোঝার জন্য রাতের তারা দেখত। আকাশের উত্তর দিকে উঠে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায় তারাগুচ্ছ। আর এই তারাগুচ্ছকে মেরু কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে ঘুরতে সময় নির্ধারণ করতো। এভাবে আগেকার যুগে লোকেরা সময় নির্ধারণ করতো। পরবর্তী আধুনিক যুগে মানঞ্ষ তৈরী করেছে ডিজিটাল ঘড়ি, স্মার্টওয়াচ। স্মার্টওয়াচ চালু হয় ২০১০ সাল থেকে। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন স্মার্টওয়াচে ইন্টারনেট, জি.পি.এস. প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমগুলি যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া স্মার্টওয়াচ খুব সহজেই স্মার্টফোনের সাথে ওয়াই-ফাই দিয়ে যুক্ত করা যায়। ফলে আশা করা যাচ্ছে সামনের দিনগুলিতে আরও উন্নতি ঘটবে স্মার্টওয়াচের। তবে একটি কথা, যত উন্নত প্রযুক্তি আসুক না কেন মানুষের পক্ষে কখনো সময়কে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সময় তার আপন গতিতেই বয়ে যেতে থাকবে।

মোবাইল আশীর্বাদ না অভিশাপ

সারদা পাল

"Technology is a useful servant but a dangerous master."
– Christian Lous Lange

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে মানুষ আগ্রহী হয়েছে অজানাকে জানতে অদেখাকে দেখতে অচেনাকে চিনতে। অন্বেষণ আর বিশ্লেষণের প্রবল বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ নানা রকম অত্যাশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করে সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমেই আমাদের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যতম আবিষ্কার হলো ইন্টারনেট ই-মেল এবং মোবাইল। মোবাইল ফোন গোটা বিশ্বকে এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করছে প্রতিনিয়ত। ১৯৭৩ সালে মার্টিন কুপার মানুষের উপকারার্থে মোবাইল আবিষ্কার করেছিলেন। সত্যিই এর উপকার অনস্বীকার্য যেমন যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম মোবাইল এ ছাড়া ভার্চুয়াল মিটিং করা, অনলাইন ক্লাস তথ্য সংগ্রহ হোটেল বুকিং অনলাইনে শপিং ভিডিও কলে বিদেশের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ ও চিকিৎসা এবং অর্থ লেনদেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোবাইল হয়ে উঠেছে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু এর ভুল ব্যবহারই দেখে এনেছে মানবজাতির বড় বিপদ।

মায়ের কোলে থাকা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই মোবাইলের প্রতি আসক্ত। সদ্য শিশুর কান্না থামানোর জন্য মায়েরা মোবাইল ফোনকেই বেছে নিয়েছে। শিশুর হাতে মোবাইল নামক মারণ অস্ত্র তুলে গৃহ কাজে ব্যস্ত অধিকাংশ গৃহকর্ত্রী। পরবর্তীতে এই শিশুই মোবাইলে কার্টুন দেখা, গেম খেলায় মশগুল হয়ে থাকে, ফলে শিশুর সুষ্ঠ মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি খেলাধুলা থেকে সরে যাচ্ছে। মোবাইলের কুপ্রভাবের অশুভ ছায়া পড়েছে

যুবক ও তরুণ শিক্ষার্থীদের উপরেও। প্রশ্নোত্তর সহজে পাওয়ার ফলে বই পড়া নেশা থেকে বিরত হচ্ছে। বিদেশী জাত স্মার্টফোন সহজলভ্য হওয়ায় মোবাইলের দোকানে ঝুঁকে পড়ছে তরুণ শিক্ষার্থীরা। Facebook whatsapp ইউটিউবে শর্ট ভিডিও তৈরি এবং নিজেদের সেলফি তুলতে ব্যস্ত তরুণ শিক্ষার্থীরা। এছাড়া পাবজি ও ফ্রি ফায়ার এর মতো হিংস্র ভিডিও গেম খেলে দিনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে এবং অনেকেই গেমের জন্য আত্মহত্যাও করছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রিকা সংবাদপত্রের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় যে মানুষ কিভাবে নৈতিকতাকে ধ্বংস করেছে। খুন, ধর্ষণ, ইভটিজিং সহ যে সকল ঘটনা ঘটে চলেছে তার পেছনে মোবাইলের ভূমিকা বরাবরই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বড় অংশ জড়িয়ে পড়েছে পর্ণোগ্রাফি বা ব্লু-ফিল্ম এর আসক্তিতে। ফলে ড্রাগ ও মদের নেশায় ডুবে যাচ্ছে তরুণ তরুণীরা। প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানি আত্মহত্যা অপহরণ ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা। পাশ ফেল ব্যবস্থা তুলে দেওয়ায় মোবাইল হয়েছে শিক্ষার্থীর নিত্য সঙ্গী। একটা দেশের মেরুদণ্ড হলো যুবসমাজ। অদম্য সাহস আর শক্তি দিয়ে অসাধ্য সাধন করে দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র ক্ষমতা থাকে যুব সমাজের মধ্যে। কিন্তু মোবাইলের অপপ্রয়োগের ফলে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম তথা যুব সমাজের তরুণ তরুণীরা।

যুব সমাজের সাথে সাথে গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই মোবাইল। গর্ভবতী মহিলা অতিরিক্ত মোবাইল দেখার ফলে গর্ভস্থ শিশুর দুরারোগ্য ব্যাধিতে শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এছাড়া ক্যান্সার টিউমার হার্টের সমস্যা ইত্যাদি মারণবাধির জন্য অনেকাংশে দায়ী এই মোবাইল। শুধু তাই নয়, এর অপব্যবহারের ফলে পরকীয়ার সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় নষ্ট হচ্ছে বউ শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পিতৃ স্নেহ, মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে খুঁজে শিশুরা। তাই গেলি ম্যাটস বলেছেন, ‘মোবাইল ফোন অসভ্যতার সর্বশেষ নিদর্শন।’

সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? আধুনিকতার নামে উগ্র বিধ্বংসের কবলে পড়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।। এই স্মার্টফোন পরিবারের সদস্য তথা প্রিয়জনদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই কর্মব্যস্ততার মাঝে বার্তালাপের পরিবর্তে মোবাইলের ভিডিও দেখে সময় কাটান। তাই এ.পি.জে. আব্দুল কালাম বলেছেন মোবাইল ফোন হাজার মাইল দূরের মানুষটিকে কাছে নিয়ে যায় কিন্তু পাশে থাকা মানুষকে নিয়ে যায় আলোকবর্ষ দূরে। নিজেদের অজান্তেই আমরা সকলেই যেন মোবাইলের দাস হয়ে যাচ্ছি। আমরা মোবাইলের প্রতি এতটাই আসক্ত যে চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির, হাত থাকতেও বিকলাঙ্গের ভূমিকা গ্রহণ করেছি।। মনুষ্য সমাজের বিবেক নামক বস্তুকে বিকল করে দিচ্ছে এই মোবাইল তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে - ‘শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই পৃথিবীতে শিক্ষিত বিবেকের অনেক অভাব।’

এদিক ওদিক তাকালেই দেখা যায় সমাজের ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। ঘরে ঘরে উচ্চশিক্ষিত। তবু প্রতিনিয়ত সমাজে হিংস্র ও বর্বরতার ছবি প্রস্ফুটিত হচ্ছে। খুন মারামারি

দাঙ্গাবাজির মত ঘটনা বেড়েই চলেছে। মোবাইলের কারণেই মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক। তাই সমাজ থেকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পরিবর্তে ভাষা বেড়েছে স্বার্থপর নিষ্ঠুরতা নিঃসংশতা। মোবাইলের অপব্যবহারের ফলে মানবজাতি এক অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের বাস্তব ছবি চিত্রায়নের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট যে মোবাইল মানুষ জাতির কাছে আশীর্বাদ নয় অভিশাপ রূপে প্রকট হয়েছে।

মোবাইলের সদ্ব্যবহার দেশকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মোবাইলে কু প্রভাবের ফলে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে গোটা মনুষ্য সমাজ। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অনেক দেশ প্রযুক্তিবিদ্যার সদ্ব্যব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আর আমরা নৈতিকতা মূল্যবোধ শিষ্টাচার সৌজন্যবোধ কে পায়ে মাড়িয়ে প্রযুক্তি বিদ্যার সহযোগিতায় সাফল্য ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই একদিকে মানুষ চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে অন্যদিকে মণিপুরের মত হিংস্র বর্বরতার ছবি প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে এই সমাজে। প্রদীপের নিচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি প্রতিটি জিনিসের ভালো-মন্দ দুটি দিক রয়েছে। মোবাইলের ভালো দিকের তুলনা নেই। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম ভালো দিকটির তুলনায় খারাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এখানে আসলে পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারে। মোবাইলে কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার পরই শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের হাতে মোবাইল তুলে দিতে পারলে সমাজ এগিয়ে যাবে। প্রকৃত নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মনুষ্য সম্প্রদায় মোবাইলের যথার্থ ব্যবহার করলেই মানবজাতির উপর অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ বর্ধিত হবে। মানব জাতির কল্যাণের হাতিয়ার হয়ে উঠবে মোবাইল। তবেই দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি হবে এবং মানুষ্য জাতি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাবে।

ইংরেজী ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা

ফরিদা পারভীন
সমাজতত্ত্ব বিভাগ

ভাষা হল আমাদের মনের ভাব প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ বা আদানপ্রদান করে থাকি এবং মিথস্ক্রিয়া করে থাকি। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা লক্ষ্য করা যায়। এক এক দেশের এক এক রকমের জাতীয় ভাষা রয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা হল ইংরেজী।

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হল হিন্দি, কিন্তু হিন্দির পাশাপাশি আমাদের আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী জানার বা শেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের কেন ইংরেজী ভাষা জানতে বা শিখতে হবে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরছি। ইংরেজী ভাষা আজকাল সুযোগ-সুবিধার চাবিকাঠি। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে কিছু না কিছু পরিমাণ ইংরেজী ভাষা চর্চা হয় না। ইংরেজী বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজী ভাষা ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হয়েছে। ইংরেজী ভাষা আজ ৯০টিরও বেশী দেশের অফিসিয়াল ভাষা এবং যে সব দেশের প্রথম ভাষা

ইংরেজী নয় সে সব দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বায়নের যুগে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি তাদের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মীদের ইংরেজী ভাষাকে পছন্দ করে। এই সময় কর্মীদের ব্যবসা দক্ষতা শুধু দেখে না, তার সঙ্গে ইংরেজীর দিকটা দেখে থাকে। ইংরেজী জানা থাকলে আরও ভালো কাজের সুযোগ থাকবে। বিশেষ করে ব্যবসা, প্রশাসন, ব্যাঙ্কিং, মার্কেটিং, অনুবাদ, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রয়েছে। বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলির ডাকে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক। বিজ্ঞানীরা তাদের রিসার্চ পেপার এবং বৈজ্ঞানিক রিসোর্স ইংরেজীতে সহজেই পেয়ে থাকে। তাদের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে এবং প্রমাণিত তত্ত্ব কোন দেশের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে অবশ্যই ইংরেজী ভাষা দরকার।

পৃথিবীর শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড, হার্বার্ট, কেমব্রিজ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ইংরেজী ছাড়া সম্ভব নয়। শিক্ষা নিয়ে গবেষণার জন্য যেসব সোর্স দরকার তা কেবল ইংরেজীতে সহজলভ্য। পৃথিবীর কালজয়ী সাহিত্য ভাণ্ডার ইংরেজীতে রয়েছে। মিল্টন, বার্ণাড শ, শেক্সপীয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাদের লেখনি ইংরেজী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও সে সব নানা ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। যদিও সে সব নানা ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদে বিকৃত অর্থ করে দেওয়া হয়। ইংরেজী জানা থাকলে সরাসরি অর্থ জানা যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে যেকোন ভাষার থেকে ইংরেজী ভাষাতে বেশী বই প্রকাশ থাকে।

পৃথিবীর বিখ্যাত সিনেমা (যেমন টাইটানিক), বই, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন সিরিজ ইংরেজীতে তৈরী হচ্ছে, সবাই তা উপভোগ করছে এবং সর্বত্র এগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মানুষ সহজে অন্যান্য কৃষ্টি, কালচার, ধর্ম প্রভৃতি সমাজের সগে পরিচিত হচ্ছে। প্রযুক্তির বেশীরভাগ মেটেরিয়াল, মার্কেটিং ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইংরেজী প্রধান সোর্স। ইন্টারনেটের প্রায় সবকিছু ইংরেজীতে লেখা। তাই উন্নত ও উন্নতশীল এবং অনুন্নত সব দেশে ইংরেজীতে প্রযুক্তির সব কাজ করে থাকে। বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজকর্ম প্রায় ইংরেজী ভাষাতেই হয়ে থাকে। যেমন - বিভিন্ন ফর্ম ফিল-আপ এর কথা বলা যেতে পারে। তাই সময়ের সঙ্গে চলতে হলে ইংরেজী ভাষা জানতে বা শিখতে হবে, না হলে অনেকাংশে পিছিয়ে পড়তে হবে।

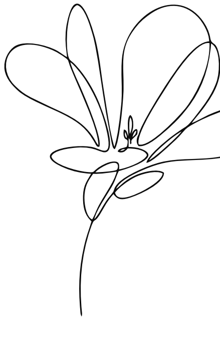

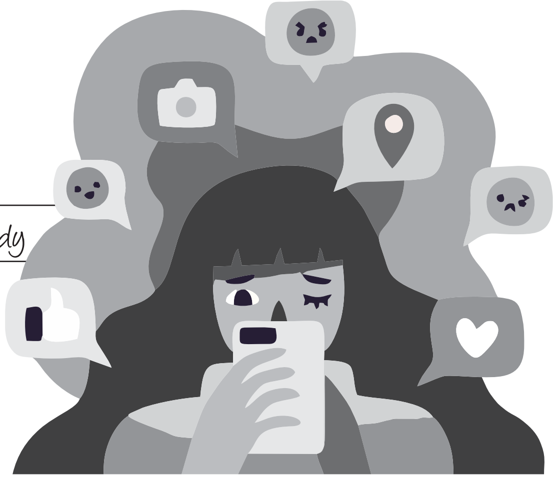

F.O.M.O.

A New Fear, Its Cause, Effect, and Possible Remedy

Dr. Debaditya Mukhopadhyay
Assistant Professor of English

Can you sit still for an hour or more? Can you watch test cricket for one whole day? Can you listen to classical music? Can you read these questions without being a little impatient? If answers to most (or all of these) are "no", you need to take note. You are probably suffering from a problem you are very little aware of. Definitely, the reason you are unable to do all these things asked for in the questions asked before can be due to multiple reasons but if you have also checked your smart phone already while reading these lines or have at least felt a tremendous urge to do so, your mind is affected by something that is taking over humanity rapidly yet silently.

In this brief write-up I wish to make my readers aware of a dangerous pheno-menon known as digital stress and anxiety. Think about it, why are we checking our smart phones so often? Even if we know very well that there is nothing urgent going on that needs our attention. A remarkably helpful research article published in 2019 (year before the Pandemic) by Dr. Mathijs Lucassen and Dr. Gini Harrison informs that technology, which is definitely a great boon to us in many ways, has a "dark side" as well. Lucassen and Harrison's study then informs us about 5 very awkward and harmful habits or tendencies that have started to grow in us since we have started using technology almost anytime, anywhere.1

Amongst these 5 tendencies the most difficult to detect is "F.O.M.O." or "Fear of Missing Out". This simply means we are always fearing that the moment we move away from our phones, our apps, their notifications, we will be seeing a video, a reel, a news after millions of users across the world have already seen it. Technically, we are being driven by an urge to know

everything from rise of temperature in my own district to the happenings in Russia-Ukraine war, we want to know everything, the moment it appears on the internet as a news, as a notification. We hate to know the news late, after others have seen or heard it. Hence, our fear that if we take way our eyes from our smart phones we will miss something is causing us check and re-check our smart phones.

Long term effect of this habit is loss of concentration. Why would I sit still for an hour when I can watch at least 20 to 30 "reels" on Instagram? Why would I bother to listen classical music where the first line is sung after about 5 to 6 minutes of "alaap"? In doing so we are thinking we are being fast and advanced but in reality we are losing our ability to think. When we scroll any social media we really do not need to "choose" what we need to see, content pops up so rapidly and in such huge numbers that the need to choose becomes redundant. All these will ultimately make us mentally numb, always watching one thing or the other yet feeling restless because we do not know what we are missing when we are watching something.

As a solution to these I would request my readers to consider going away from technology at least for 2 hours per day, which can be called "digital detox". Leave your smart phones, if "F.O.M.O." was a reason to worry before the Pandemic, after 2020 it is a cause of serious concern due to the way we had become attached to our phones during the Pandemic. As a solution we need to do go back to our likings other than smart phones. They can be anything: going for a walk, doing house chores, reading, singing, cooking, just make sure it causes you to stay happily away from your smart phones and notifications for at least two hours. And if you are unable to read this far at one attempt, distracted by notifications, begin immediately.

Source: "Stress and anxiety in the digital age: dark side of technology" by Dr. Gini Harrison and Dr. Mathijs Lucassen, Open Learn, 1 March 2019.

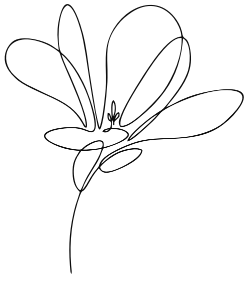

Tea Garden Workers of Darjeeling

Wangchu Lama
Asstt. Professor, Pol. Sc.

In Darjeeling, the tea industry is seen as both an industrial and an agricultural endeavour. To put it simply, Darjeeling hill regions' tea business is their backbone. Since 80% of the Darjeeling tea industry's output is exported, it pays a significant amount in income tax, professional taxes, plantation taxes, and GST to the West Bengal government. For those living in rural areas, it offers a stable source of income and work (tea gardens). Dr. A. Campbell conducted the first tea plantation trial in Darjeeling in the Lebong area in 1852. As a result, in 1852 the first three commercial estates were founded in Tukvar, Steinthal, and Aloobari, and they progressively spread to other areas of the region. The global market has long been drawn to Darjeeling tea because of its superior quality. Under the G.I. of the products act of 1999, the Darjeeling word and logo is the first geographical indication to be registered in India under the name of the tea board. The word and logo of Darjeeling are protected as G.I. in India and as a certified trademark in the United Kingdom, the United States, Australia, Egypt, Canada, Russia, Lebanon, Japan, and Taiwan.

Given this context, it becomes imperative to comprehend the origins of tea garden labourers, as they constitute a significant segment of the sector. Due to its labor-intensive nature, the tea business needed a

sizable workforce for both manufacturing and processing. The few Lepchas who had already settled in the mountainous area hesitated to labour in tea gardens. As a result, the British used forced labour from the hilly Chota Nagpur region, but they were unable to withstand the region's bitter cold. The British therefore resorted to their new, profitable option of hiring cheap, diligent labourers from Nepal. They hired labour contractors, Sardar, to persuade workers from Nepal to Darjeeling in exchange for substantial incentives for each worker.

Thousands of labourers migrated to Darjeeling who worked at a cheaper rate and settled in the region. The entire labour force in the region comprised of Gorkhas. The male labours were paid Rs.5, women, Rs. 3 and children Rs2 alongwith basic amenities like free accommodation, free medical services and subsidized ration for their basic livelihood, at initial phases, though they were provided with land and free houses they did not have any right over it. Despite high wages situation of shortage of labourers prevailed. In the Dooars region though the localites were keen to work in the tea industry, government and the tea planters were not willing to recruit them for the fear of being protested by them in case of exploitation from tea industry's side.

As they would have less freedom of movement than locals, the British opted to hire workmen from other areas in order to prevent worker unrest. Apparently labour was in high demand, production fluctuated periodically. The lack of an agreement on hiring labourers made it easier for them to leave the job whenever they wanted to, but their debts frequently prevented them from doing so, which was another reason for concern regarding desertions. It is reported that the sardars used to place mint new coins around the tea bushes where labourers were to work the following day in order to draw in labourers. More workmen in the area were drawn to this in an attempt to make big money. The working conditions eventually began to deteriorate. For working a full day, they were not fairly compensated. They resembled the bonded labourers employed by British plantation owners. More than eight hours a day were spent at work. It was the higher officials or the contractors and planters who would sexually harass women. They had nowhere to turn and could not speak out against the mistreatment of the workers. After independence, labourers' conditions did not improve. Under the direction of various political parties, labour unions were established as a first step towards advancing workers' rights. In addition, there are numerous laws that uphold workers' rights; yet, they continue to encounter numerous obstacles. Even in contemporary times, the workers' economic situation has not changed much, despite the fact that physical abuse and humiliation of labourers have ceased. The reason for this is that the majority of labourers in the tea gardens are illiterate, unaware of the rights that have been provided to them, and scared to express their opinions because this is their only source of income.

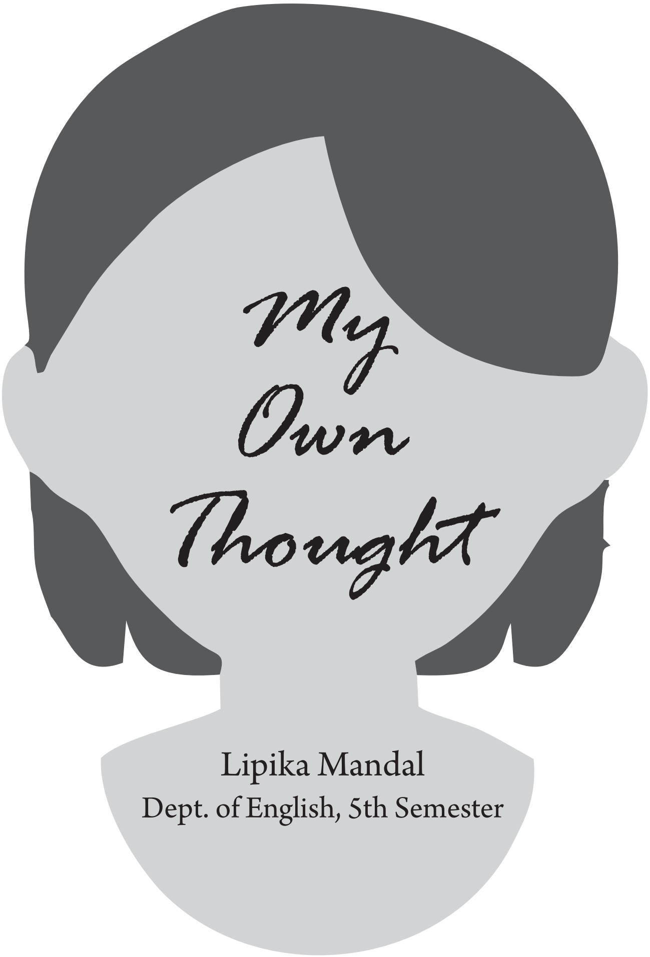

My Own Thought

Lipika Mandal
Dept. of English, 5th Semester

Literature is a well known subject to all of us. On the other hand, science is an important relevant subject in the whole world. Literature and science both are ancient.

In this era, people give more importance to literature than science. Moreover, we know many critics, writers who were doctors, scientists in their life. Not only English literature but also Bengali literature we find the same thing. Many theories are used in science. But when we learn essays, novels, poems, drama, we see that more ancient writers prose. Theories like Newton's theory is less important day by day in science. Because, new generation scientists are moving faster. Yet, the ancient writers are still loved today. So, we understand that literature is more loved than science.

Faith towards Relationships

SK TOUSIF REJA
1st Semester, English (B.A)

In the coronary heart of a small, mesmerizing village nestled in the idyllic landscapes of Morocco, there lived a person named Alamin. He became famous in village for his boundless generosity, his ever-helpful nature, and the affection that flowed from his coronary heart like a river of kindness. Alamin owned a humble shop that served as a gathering area for the villagers, and at his aspect changed into his closest buddy, Fardin.

Fardin was a person of intelligence and striking handsomeness. Serving as both a diligent farmer and a member of the village shield. People who knew him became his unwavering loyalty to Alamin, whom he considered more than just a friend, but a brother. They fed for free to the village's poor people. And they had many dreams together.

As the days became weeks and the seasons danced, Alamin discovered his heart drawn inexorably in the direction of Warda, the gentle and innocent daughter of the village's wealthy landowner. She was a very down to earth girl. Warda turned into a paragon of loving kindness, her humility and gentle spirit touching the hearts of all who were fortunate sufficient to move her course. Her beauty was not just skin deep; it emanated from her very soul.

Alamin's love for Warda changed into a secret he guarded carefully, a treasure hidden deep inside his heart. He dared now not communicate of it to all and sundry, no longer even Fardin, fearing that this sort of confession might disrupt the concord in their lives. Yet, as time went by, Fardin couldn't assist however be aware at the wistful glances Alamin cast in Warda's

direction, and he understood the unstated longing that dwelled in his friend's heart.

Rather than permitting jealousy to take root, Fardin chose the path of friendship and selflessness. He has become the silent architect of mystery meetings among Alamin and Warda, assisting them discover stolen moments of happiness below the shimmering Moroccan stars. Their love story, a tale of passion and devotion, soon became the talk of the village, celebrated as an enduring testimony to the power of love.

Day after day love between them starts, getting deeper and deeper & closer. Their secret story of love became famous among the village.

But, luck had some different plans. On a winters evening Alamin got attacked by a deadly illness. From this illness there was no way to escape, but Fardin tried his best to make Alamin healthy again, but there was no cure to save him.

Fardin, always the protector, by no means left his friend's side. He tirelessly sought help from the village's healers. Alamin fought valiantly, for he knew that his love for Warda turned into a beacon that kept him tethered to this world. Fardin stood by using him, imparting unwavering support, while depression loomed on the horizon.

As days turned into weeks, weeks turned into months, months turned into years, but the healers of Alamin didn't find the cure for him. Alamin fighting with his illness to save his life for his both loves. And the prayers of Warda, the struggle of Fardin and the faith of their friendship keept him alive.

But after a long war Alamin lost the war against his illness. He took his last breath on his death bed. A serene expression on his face & teary eyes that appeared to convey a sense of peace after enduring so much pain. The village mourned the loss of a man whose heart had touched each and every soul, and Warda, his beloved, was left heartbroken.

After the death of Alamin Warda stays unmarried for forever for the sake of her love. Fardin couldn't accept the death of his friend. They had many dreams to fulfil together but it was remain incomplete, but Fradin decided to fulfil the dreams for his friend, and he still fed the poor people for free.

At the end, it proves that their love and friendship was eternal.

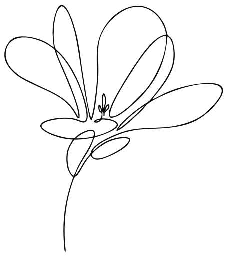

আভাস

রিচা পারভীন
ইংরেজী বিভাগ

কলকাতা শহরের ‘প্রেসিডেন্সি কলেজ’-এ ‘মল্লিকপুর’ নামক গ্রাম থেকে লেখাপড়া করতে আসে শুভ্র। বেশ কিছু সময় কাটানোর পর এই কলেজে শুভ্রর বেশ কয়েকটা বন্ধু জোটে, আজাদ, শিবু ও বাদল। দেখতে দেখতে পুজোর মাস এগিয়ে আসছে, বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এবার ছুটিতে সকলে মল্লিকপুরে শুভ্রদের শরিকি বাড়িতে যাবে যা অনেক দিন ধরেই ফাঁকা পড়ে আছে। শুভ্রর সঙ্গ ধরে আমরা সকলে যাবো সেই গ্রামে বলে উঠল বাদল। সকাল সাড়ে ৯টার ট্রেন ধরে তারা পাড়ি দেয় গ্রামের উদ্দেশ্যে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে যায় বিকেল সাড়ে ৪টা। অজপাড়া গ্রামে যানবাহনের বিশেষ চলাচল না থাকায় গোরুর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার শেষে গোরুর গাড়ির হদিশ পাওয়া গেল, তখন বাজে সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা। আলোচনার সূত্রে শিবু গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করে, দাদু এখানে তো শুধু আপনারই গাড়ি দেখছি, অন্য

কোন গাড়িচালক নেই? গাড়ির চালক মোহন বলে ওঠে, “না! এ রাস্তা দিয়ে আসার সাহস সবার নেই।” বাদল বলে, “কেন দাদু? মোহনের কাছ থেকে জানা যায় যে, মাঠঘাট পেরিয়ে একটা মস্ত বড়ো বাগান রয়েছে, সে বাগানে আছে একটা বাড়ি সেখানে নাকি ভূতের বাস। এই শুনে সকলে অবাকচিত্তে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। সময় হাওয়ার গতিতে এগোতে থাকে। দেখতে দেখতে সেই বাড়ির সামনে এসে পৌঁছায় গাড়ি। গাড়ির চালক মোহন যা যা বর্ণনা দেয় হরফে হরফে যেন সবই মিলে যাচ্ছে। এই নির্জন বাড়িটাকে দেখে প্রথম দর্শনে বুক কেঁপে উঠবেই। হাজারো প্রশ্ন নিয়ে শিবু জিজ্ঞেস করেই বসে, “শুভ্র তুই ঠিক জানিস? এ বাড়িতে ভূত নেই?” সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র বলে ওঠে, “তোরা শহরের মানুষ এসব অযৌক্তিক কথাতে খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলিস, বলছি তো কিছুই নেই?” বাড়ি পেরোতে না পেরোতেই গাড়ির চাকা খুলে যায়, গম্ভীর স্বরে মোহন বলে, “বলেছিলাম... এ বাড়িতে ভূতের বাস।” সকলকে চিন্তিত দেখে শুভ্র বলে, “আর কিছুটা পেরিয়েই গ্রাম, চল সকলে পায়ে হেঁটেই এগোয়।” অন্যদিকে আজাদ যে ভূত গবেষণায় ইচ্ছে রাখে, ফাঁকা নির্জন বাড়িতে ঢুকে পড়ে, আর পেছন থেকে বাকি তিনজন ডাকতে থাকে ফিরে আসার জন্য, কিন্তু আজাদ শোনে না। কিছুক্ষণ সময় অবধি যখন আজাদ বেরিয়ে আসে না, বন্ধুত্বের টানে যে যার সাহস নিয়ে ঢুকে পড়ে সেই বাড়িতে। অনেক খোঁজার পর দু-তলায় একটি লতাপাতা জড়ানো কামরায় আজাদের আওয়াজ মেলে। বন্ধুরা সেই কামরায় গিয়ে দেখে জানলার কাছে কে যেন কালো বসনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তারা ডাকে, “এই আজাদ এভাবে না বলে উপরে উঠে আসার মানে কি?” যতক্ষণে সেই ব্যক্তি জবাব দেবে, নীচের থেকে ক্রমাগত ডাক শোনা যা, যে গাড়িটি নাকি ঠিক হয়ে গেছে। তিন বন্ধু যখন সেই ব্যক্তির দিকে ঘুরে তাকায় তখন ব্যক্তিটি উধাও। ভয়ে ভয়ে তারা নীচে নেমে আসে, এসেই দেখে যে গাড়িচালক মোহন ও আজাদ নিজ নিজ জায়গায় বসে। শুভ্র আজাদকে বলে, “তুই এত তাড়াতাড়ি নীচে নামলি কিভাবে?” আজাদ বলে, “কে? আমি? আমি তো গত কুড়ি মিনিট ধরে এখানেই বসে আছি।” এই শুনে শিবু, বাদল ও শুভ্র পরস্পরের দিকে দেখেই চলেছে।

গাড়িতে করে গ্রামের দিকে আসার সময় বাড়িটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে যে, তারা যা দেখল সেটা কি সত্যি না কি চোখের ধোকা।

অ্যা গ্রেট অ্যাসট্রোনমিস্ট ফ্রম পাঁকপাড়া

দীপা লালা
তৃতীয় সেমেস্টার, ইংরেজী বিভাগ

গতকাল বিকেল থেকেই গোটা পাড়ায় এক উত্তেজনা ছড়িয়ে রয়েছে। শীলা কাকিমা না কে যেন বলছিল যে, 'সত্যিই কে জানত বলো, যে আমাদের অখিলের জন্য এই পাড়ায় বিদেশ থেকেও লোক আসবে, সেও আবার দশটা বারোটা ম্যাজিক করে।' তখন পাশ দিয়ে মন্টু চাচা বলে উঠল, 'পাঁকেই তো পঙ্কজ জন্মায় রে শীলা, দেখছিস না ওগুলো ম্যাজিক নয় রে ওগুলো বোলেরো আর কী যেন বলছে রোলার রাইস না কী! আমাদের অখিল পেরে দেখালো রে।'

অখিলের বাবা গ্রামের জমিদার হরপ্রসাদ রায়ের আটখানা গরু আর চারখানা মোষের দেখাশোনা করে। তবে যেটুকু সে আয় করে কী না সবটাই টাকা সে ঢেলে আসে গিয়ে ওই মদপুকুরের দোকানে আর তার মা ওই হরপ্রসাদ রায়ের গিন্নিরই বাসন-কোসন ধুয়ে, ঘর-দোর মুছে যেটুকু টাকা পায়, সেইটি দিয়ে কোনভাবে ছেলে অখিলকে সে লেখাপড়া করায়। তবে এত ছোট বয়সে যে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ পেপারে ওর নামটা বেরিয়েছে এভাবে 'A great Astrnomist from Pankpara' এটা সত্যিই অভাবনীয়। সে একটা খুব বড়ো রিসার্চ করতে সক্ষম হয়েছে কোনরকম ল্যাব, শিক্ষক বা ইন্সটিটিউশনের সাহায্য ছাড়াই। সেই রল্‌স রয়স গাড়ি নাকি নাসার চেয়ারম্যান পাঠিয়েছে অখিলের এয়ারপোর্ট অবধি পৌঁছানোর জন্য। অখিলে বাবা আজ বড়ো ভ্যাবাচ্যাকা। কী করবে বাবা-মার মন চাইছে না ছেলেকে অত দূরে বিদেশে পাঠাতে।

সে সময় অখিলের সামনে অনেক ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনসহ অনেক সাংবাদিক - তাদের সবার অখিলের কাছে একটাই প্রশ্ন — কী করে কোনরকম কিছু ছাড়াই এটা সম্ভব! পুরো বিজ্ঞান মহলে এত ল্যাব, এত টেস্ট থাকা সত্ত্বেও যে কাজটা আজ অবধি কেউ পারে নি সেটা আপনার দ্বারা কী করে সম্ভব হলো? তখন কে যেন উচ্চারণ করল —

'সর্বং অস্মাকং মনসঃ উপরি নির্ভরং ভবতি'

যার অর্থ, সবকিছু নির্ভর করে আমাদের মনের ওপর।

আবার তারপরই সেই মুহূর্তে অখিলের মা বলে উঠল, 'হ্যাঁ রে বাবা, তুই বিদেশ না গিয়ে, পারবি না আমাদের পাঁক গাঁয়ে তোর মতো আর দশটা অখিল গড়তে?'

জ্ঞানের লাইব্রেরী

মানসী মণ্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

বই কথা বলে নিজে বাঁচায়
নিজের জ্ঞানের ছাপ রেখে যায়
পাতায় পাতায়।
নিজের চোখে স্বপ্ন দেখায়
নিজের মুখে কথা বলায়
এবং না জানি কি কি বলে
ও দেখিয়ে যায়।
কখনো পড়লে কোনো বিপদে
বই আমাদের পথ দেখায়
সাথে সাথে।
বই বন্ধু বই সঙ্গী বই আমাদের
জ্ঞানের লাইব্রেরী।

ছোট্ট পাখি

টুম্পা ঘোষ
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

আমি যদি পাখি হতাম
উড়ে যেতাম আকাশ পানে
মেঘে মেঘে বেলা বাড়বে,
হলুদ বর্ণের চাঁদ। কে যায়,
কে মধ্যরাতে দ্রুত হতে।
অন্ধকারে চুপটি করে বসে থাকি,
সকাল হতে উড়ে যেতাম
খাবারের সন্ধানে।

না বলা কথা

মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

কত কথা ছিল তোমায় বলতে
চোখে চোখে দেখা হল,
পথ চলতে।

ছিনিমিনি খেলায়
দুখে মরি আমি,
কাঁদালে যে অনেক তুমি !

ছেড়েছি বন্ধু, ছেড়েছি প্রিয়জন !
দীর্ঘদিন হয়েছি সঙ্গীহীন,
একা আমি !

দূরে উড়ে যাওয়া মেঘের মতো !
কখনো দিয়েছিলে রৌদ্র !
আবার কখনো ছায়া !

তোমার সে ঠোঁটের ফুটে ওঠা হাসি !
মায়াবী চোখের জল !
বন্ধ করে বুকে আজও আছি;

সেই দেহ মনের সুদূর পারে।

জীবন যুদ্ধ

প্রদীপ মণ্ডল
পঞ্চম সেমেস্টার

কোথা এক দ্যুলোক হতে, এসেছি আমি একা
এই ভূলোকেরই মাঝারে।
তাই জানি, আমি এসেছি একা যেতেও হবে একা।
তবু তা জেনে আমি ম্লানিত হবো না ততক্ষণ,
এই ভূলোক মাঝারে আমি রহিব যতক্ষণ।
নিজেকে ভাবিব না কখনো একা
জানি না, আমি নিজেকে
প্রতিষ্ঠিত করতে পারব কতটা -
এই ধরাধামে এই ভূলোকেরই মাঝারে।
কতটা মানিয়ে নিতে পারিব - এই মায়াময়
পৃথিবীর মানব জাতির বাজারে।।
যদি তুমি নিজেকে সেই অবস্থায়
মানিয়ে নিতে না পারো
তুমি চিরদিন রয়ে যাবে একা।
জানি আমি এসব শুনে, অনেকেই বলবে কত,
কটু উক্তি করবে বা কতশত।।
তা আমি জানি, তবু লক্ষ্যহারা হব নাকো -
বরং প্রয়োজনে নিজে তাদের
নিজ সাংস্কৃতিক জ্ঞান দিয়ে শিখিয়ে নিব।
এই জ্ঞান হতে বুঝবে কত শত -
ধন্য ধন্য করবে, তখন আমাকে শত শত।।
জানি আমি বড়ো হওয়া যায় নাকো একা
বড়ো হতে হলে তবে
কত মাতাপিতা-শিক্ষক-শিক্ষিকার
হাত রবে সেথা
তুমি নিজেকে কখনো কোরো নাকো অবহেলা
তুমি নিজেই যে কি? জানো না যে তাহা।
যেথায় যাওনা কেন নিজেকে ভেবো নাকো একা,
কিন্তু তুমি জেনো, আমি এসেছি একা
বড়ো যদি হতে চাও, ভাবো তুমি স্থির মানে তাহা
আমার লক্ষ্য কি? আমি কে?
আমি কি হতে চাই?
মনে রেখো, তুমি শুধুই মেতেছো
জীবন যুদ্ধের চরম খেলায়।
যদি ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাও, তবে তাহা -
জয়ী হবেই তুমি সেথায়।
তবে সেটা মনের খাতায় লিখে রেখো হে -
শতেকবার।

জীবন

প্রিয়া মন্ডল
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

জীবন মানে সামনে এগিয়ে চলার ডাক।
অন্ধকার পথ পেরিয়ে আলোর উজ্জ্বলতা।
জীবন মানে প্রতি পদে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন।
তাই বলে কি বন্ধ ঘরে কাঁদবো একাকী ?
জীবন মানে অতীতের স্মৃতি মনে করা
জীবন মানে প্রতিদিন নতুন কিছু করা।
জীবন মানে দুই চোখে রঙিন স্বপ্ন আঁকা।
জীবন মানে বাস্তবে সেই স্বপ্ন সফল হতে দেখা।

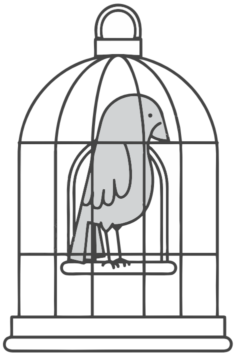

খাঁচার পাখি

সাহানাজ খাতুন
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

মেয়ে আমি,
খাঁচার পাখি।
সব দুঃখ কষ্ট
জন্ম মাত্রই জানা
খাঁচার ভিতর বন্দি হয়ে থাকি,
এসো মেয়েরা এসো
এই খাঁচার ভিতর থেকে মুক্তির
স্বরধ্বনি জাগাও।

প্রাকৃতিক জগৎ

সঞ্জয় চৌধুরী
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

নদীর কূলে বাস, ভাবনা বারো মাস।
শরৎ কালে যেমন করে কাশ ফুল ফুটে
তেমনি করে নদীর জলও উঠে।
ছোট ছোট দ্বীপে একটি অপূর্ব রূপ
প্রকৃতির কাছে ধরা দেয়।

সাদা সবুজ ... বহু রং-এর মেলা
যেন তারা এক সাথে মিলে জুড়েছে খেলা।
দূর দূরান্তের হইতে দেখা যায়,
একটি আলাদা প্রাকৃতিক জগৎ।

তা যেন পৃথিবীর সকল জীবকে
বুঝিয়ে দিতে চায় যে প্রকৃতির ধারাবাহিক
একটি পরিকাঠামো আছে, যেটা ভবিষ্যৎকে
এগিয়ে নিয়ে চলে।

সাদা ফুলের গন্ধে মাতিয়ে উঠে শুভ শারদীয়া !
দেবী দূর্গার আগমনীর ফলে প্রতিটি মানুষের
মনে একটি খুশির ঘন্টা বেজে উঠে।

সত্য

শুভদীপ মণ্ডল
তৃতীয় সেমেস্টার

সত্যকে এড়িয়ে চলা যায় না কখনো,
সত্য হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি
মিথ্যা পাবে না কখনো সত্যের সাথে।
সত্যের সাথে থাকে যে,
ঈশ্বরও সাথে থাকে তার।
সত্য তো সত্যই হয়,
সত্যকে কি আবার লুকানো যায়?
সত্যকে যে মেনে নেই,
তার সমাধান সেখানেই।
সত্য যদি না থাকিত, পৃথিবী মিথ্যায় ঢাকা পড়িত।
পৃথিবীতে যতদিন সত্য থাকিবে,
মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকিবে।
সত্য যদি সাথে না থাকে,
ঢাকা পরবে সে মিথ্যার চালে।
সত্যকে কখনো কোরো না অপমান,
মিথ্যা দেবে না তোমাকে কখনো সম্মান।
সত্য তো সত্যই হয়।

পথের মানুষ

বিনয় মণ্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

কারো মাটির ঘর কারো বা পাঁচ তলা,
পথের মানুষের ঘরের নেই কোনো পালা।
হাট বাজার সবকিছুতেই পড়েছে তালা,
পথের মানুষের পেটে সয় না ক্ষুধার জ্বালা।

কেউ খায় মাছ, মাংস, কেউ ডাল ভাত,
দিন গিয়ে রাত আসে হয় যে প্রভাত।
অসহায় পথের মানুষের জন্য কেউ,
বাড়ায়নি সহানুভূতির হাত।

সবার ঘরে হচ্ছে ঠিকই কত রকম রান্না,
পথের মানুষের আছে শুধু বুকভরা কান্না।
আমার মত তাঁরাও তো একই বিধাতার সৃষ্টি,
তবে কেন তাদের প্রতি পড়ে না আমাদের দৃষ্টি।

নিয়তির কারণে যারা পথে করে বাস,
মানবতা থাকতে তারা কেন হবে লাশ?

আমার কলম

আসিফা খাতুন
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

আমার কলম কবিতা লেখে
লেখে সম্প্রীতির বাণী,
আমার কলম কবিতা লেখে
শাসকের চোখ রাঙানি।

আমার কলম আগুন ঝরায়
করে অন্যায়ের প্রতিবাদ,
আমার কলম কবিতা লেখে
অশুভ শক্তির আঁতাত।

আমার কলম কবিতা লেখে
লেখে শ্রমিকের সংগ্রাম,
আমার কলম কবিতা লেখে
চাষীর রক্ত ঝরা ঘাম।

আমার কলম কবিতা লেখে
পথের শিশুর ক্ষুধার্ত চোখ,
আমার কলম কবিতা লেখে
ফুটপাথবাসীর দুর্ভোগ।

আমার কলম কবিতা লেখে
লেখে লাখো বেকারের গল্প,
অমার কলম শান দেয় সদা
একটু সময় পেলে অল্প।

আমার কলম কবিতা লেখে
যারা চাকরি করেন ফেরি,
আমার কলম করতে প্রতিবাদ
কখনো করেনা তো দেরি।

আমার কলম গর্জে ওঠে
যারা দেশটাকে করছে খণ্ড,
আমার কলম সর্বদা উঁচু
বিক্রি করে না মেরুদণ্ড।

আমার কলম কবিতা লেখে
লেখে ভালোবাসার গান,
আমার কবিতা উদাস দুপুর
প্রেমিকের মন করে আনচান।

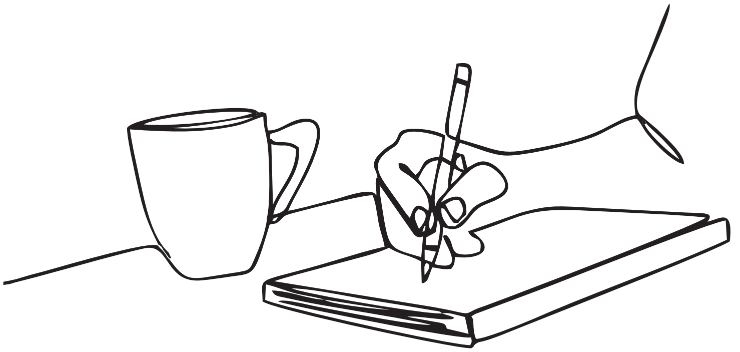

ভারত মাতা

নূর সালিম মিঞা
তৃতীয় সেমেস্টার

মা কথাটি অতি প্রিয়
ডাকতে লাগে ভালো।
মা যে আমার শিশুকালের
প্রথম দেখায় আলো
মায়ের স্নেহে দিনে দিন
হলাম আমি বড়ো।
মায়ের ঋণ শোধ হবে না
মায়ের কদর সবাই করো৷
দেশটি আমার মায়ের আঁচল
সোনার চেয়ে বেশ,
দেখতে দেখতে অবাক আমি
হয় না তবু শেষ।
দেশটি আমার প্রাণে প্রিয়
বিশ্ব সারা দেশ।
এখানের দেশের নাম যে আমি
কবিতায় করলাম মেশ।
দেশটি আমার রূপে ভরা
নেইকো রূপের শেষ।
সেই যে আমার জন্মভূমি
ভারত মাতা দেশ।

জীবন

নাসিফা খাতুন
ষষ্ঠ সেমেস্টার

'জীবন', শুনতে লাগে সহজ
বাস্তবে তা বড়ই কঠিন।
চলার পথে সারি সারি বাধা
মানতে পারলেই হবে সহজ।
জীবনের এই ধাঁধাঁ
সারাদিন কতই খাটা-খাটনি !
সুখ-দুঃখে ভরা,
তারপরেও মানতে হয়
এটাই জীবন গড়া।
জীবনে চলার পথে,
ভাঙে স্বপ্ন শত;
দিন শেষে সেই কষ্টগুলো,
নিয়েই আমরা বিক্ষত।
আছে অনেক প্রতিকূলতা,
আছে অনেক শোক;
সব নিয়ে বাঁচতে হবে
জীবন এমনই হোক।

মানবতা

প্রেমসঙ্গীত মণ্ডল
পঞ্চম সেমেস্টার

মোরা এক বৃন্তে একটি কুসুম,
নাম তাহার মানবতা।
মানুষের মধ্যে না থাকলে,
পেতাম না কোনোদিন স্বাধীনতা।।

ধর্মের খেলায় মেতেছি মোরা,
এটাই বড় ভুল।
হিংসা মারামারির খেলা বাদ দিয়ে,
মানবতার চক্ষু খোলো।।

রাস্তায় অসহায় মানুষ খিদের জ্বালায়,
করছে হাহাকার।
ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেখো,
করবে জয় জয়কার।।

ধর্ম মোদের অন্তরে থাকুক,
জেগে থাকুক মানবতা।
ধর্মের নামে করবো না মারামারি,
এটায় শিখুক আম জনতা।।

একটি সিরিজের দুটি কবিতা

গৌতম সরকার
সহকারী অধ্যাপক

প্রহর গুনছি

পাখিরা যেভাবে থেকে থেকে জেগে ওঠে

ধূ ধূ বালি আর নিঃসঙ্গতার সম্পর্কের ফাটল নেই
নেই বাবার চওড়া সিনার লজ্জা

মা ভাত রেঁধে বসে আছে অসুখ এলে,
তবে,
আমার পথ কি শেষ হয়ে এলো ? পীযূষ দা...

বয়স তো হয়ে এলো পীযূষ দা

আম পাকল, জাম শেষ হয়ে এলো
কানুদের কাঁঠাল ঢেপঢেপ করছে।
তুমিই বলো, অসুখের তির কি রঙিন মাছ থাকে ?

সেদিন পাগলিটার সৌখিন দেখে এলাম,
এক বর্ণও মিথ্যে নেই।
তবে কি রাষ্ট্র বলতে পাগলিটা ?

আমি, মিথ্যে ভাবতে ভাবতে
বিছানায় পৌঁছে গেলাম।

কি লিখি তাকে নিয়ে ?

রিচা পারভিন
ইংরেজী বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

সে যেন কোনো বড়ো শহরের রাজপ্রাসাদের মতো
আমি অচেনা গ্রামের কোনো একটি মাটির বাড়ি।
সে হলো আকাশের চকচকে চাঁদ, পূর্ণিমার
আমি চাঁদের পাশে থাকা প্রতিদিনের অন্ধকার !
সে বৃষ্টির দিনে হাওয়ার কোনো মিষ্টি ছোঁয়া
আমি সেই বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায় হারিয়ে যাওয়া...
সে সাজানো কোনো নতুন শতাব্দীর কিরণ,
আমি সেই কিরণে ঢেকে থাকা এলোমেলো জীবন।

সে জীবন কাটে জীবনের মতো
আমি নয়, যেন জীবন আমায় কেটে যায় !
জীবনকে সে যেন আগলে রাখে
এই আগলে রাখাটা আমার থেকে দূরে থাকে।
কিছু কথা অকথিত-ই থাক,
কিছু শব্দ অশ্রুত-ই থাক,
এই বেরঙিন দুনিয়ায়,
শুধুমাত্র, মনের একটা জানালা খোলা থেকে যাক।

বন্ধুত্ব

নুর সালিম মিঞা
তৃতীয় সেমেস্টার

বন্ধু মানে পরিবারের এক নতুন অংশ
বন্ধু মানে এক নতুন বংশ,
যদি কেউ পেয়ে থাকে ভালো বন্ধুত্ব
তাহলে তার জীবনের পথ হবে সত্য।।
যে বন্ধু সুখ, দুঃখে করিবে মান
সেই বন্ধু ভালো জীবনের উত্থান,
ভালো বন্ধু নিজ ভাইয়ের মতো
দুজনে কথা হবেই - হবে ঝগড়া হোক না যত।
যখন রক্ত একি, একি আছে দেহের বর্ম
বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হলে লাগে না কোনো ধর্ম
হিন্দু-মুসলিম আমরা সব ভাই-ভাই
তাই বলে তো স্কুলেতে এক ঠোঙাতে মুড়ি খায়।।
মোদের কাছে নেই কোনো জাতি ভেদাভেদ
তাই তো একসাথে খেলি আর পড়ি
ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেকদিন প্রার্থনায় বলি
যাতে সারা জীবন আমরা এইভাবে চলি।।

সংগ্রাম

প্রেমসঙ্গীত মণ্ডল
পঞ্চম সেমেস্টার

লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি আমি, গুরুজনদের দেখানো পথে
এই পথেই হাঁটবো আমি, ভাগ্যে যা কিছু ঘটে।।

বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, হেঁটে চলেছি আপন-সুরে।
অচিরেই দেখবো সুখ, সাফল্য খানিক দূরে।।

যতই মানুষ ব্যঙ্গ করুক, ঠাট্টা করুক আমায়।
আমার জীবন আমার একার, এটাই বিদ্রূপকারীদের জানায়।।

কেউ আমায় আঘাত করুপ - ভেঙে ফেলুক অমানিশা রণে।
নিজ হাতেই রুখে দাঁড়াবো - ঠেকাবো তাকে, জাগবে জনে জনে।।

লোকে আমায় হিংসা করে, আত্মীয় করে অবজ্ঞা।
লক্ষ্য চ্যুত হবো নাকো, এটাই আমার প্রতিজ্ঞা।।

সংসারে যখন ভীষণ অভাব, সবাই এড়িয়ে গিয়েছিল।
তবুও পড়ার জন্য শেষ ভরসা আমাকে মা-ই দিয়েছিল।।

চোখ রাঙানো - ভয় দেখানো, সব কিছুকেই করবো জয়।
এই ভূমিতে সাফল্য নেবো, মুছে ফেলবো সকল ভয়।।

অশ্রু ঝরা মা-বাবার মুখে, ফোটাবো একদিন হাসি
এই দৃশ্য দেখবে সবাই, আট থেকে আশি।।

সবুজের ছোঁয়ায়

সোনু আফসানা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তৃতীয় সেমেস্টার

সবুজের ছোঁয়ায়!
আবারও ফিরতে চাই, সবুজের বনে
আবির মাখা ধূসর বাংলা মায়ের কোলে।
বহু কাঙ্খিত রং-এর উচ্ছ্বাসে,
জন্মিলে যেন বার-বার
মোহময় এই প্রকৃতির কোলে মুগ্ধতে ফিরতে
চাই সহস্র বার।
মেঠো পথে যেন বিবর্ণ শালিকের কোলাহল
প্রকৃতির হেথা অপরূপ মেলা!
ঠিক যেন কিশোরীর হাতের ছোঁয়া, আঁখির ইশারা
জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা
ছন্দে জাদুতে রবি ঠাকুরের মেলা
অতুলা এই মোর জন্মভূমি সোনার বাংলা।
আবারও
বাংলা মায়ের কোল!
স্বপ্নের ভাষা অমৃতের সুর - হৃদয়ের কলরোল
রবির কন্ঠে সুমধুর সুর
ছড়াইল ভুবনময়, ঈশ্বর, মধু বঙ্কিম জুড়ে
এ ভাষা যে বাঙ্ময়।
শহিদের রক্ত-শ্রমের ঘাম
বৃদ্ধা মায়ের আশীর্বাদ, শিশুর কান্না
আজ যেন বৃদ্ধির ধারা।
খাদ্যের যোগান, সৌন্দর্যের দৃশ্য
পড়ন্ত বিকেলের গোধূলি সবই যেন বাংলার দান
ফিরতে চাই, শান্তি চাই সবুজের ছোঁয়ায়।

ছাত্রের দল

নুর সালিম মিঞা
তৃতীয় সেমেস্টার

আমরা ছাত্রের দল
স্কুলেতে চল,
পড়াশোনা করবো
দেশের জন্য লড়বো
লোকদের গাছ লাগাতে বলবো,
চল, চল, চল
আমরা ছাত্রের দল।
আমরা সতর্ক হয়ে চলবো
দূষণ মুক্ত হয়ে উঠবে দেশ,
সুস্থ হবে জনগণ ও পরিবেশ,
মোদের কাছে সর্ব ধর্ম সমান।
প্রচার করবো এই স্লোগান,
চল, চল, চল
আমরা ছাত্রের দল।

মনের পিঞ্জিরায় বন্দী কথা

খালেদা ইয়াসমিন
ইংরেজী বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

আমাদের জীবনে কাপড় হয়েছে ছোটো
তো, লাজ-লজ্জা কীভাবে আসবে ?
বাড়ির ভাত, রুটি ছেড়ে ফাস্ট ফুড খেলে
শক্তি কোথা থেকে পাবে বলো ?
আজ ফুল তৈরী হয় প্লাস্টিকের
তুমি সুগন্ধ কোথা থেকে পাবে ?
মেয়েদের রূপ হয়েছে মেকআপের,
আর কি সৌন্দর্য খুঁজে পাই ?
শিক্ষক হয়ে গেছে টিউশনের,
ছাত্রদের বিদ্যালয়ে কীভাবে পাই ?
খাবার খেয়ে নে সোনা ছেলে আমার
এই ডাকটা কি আর হোটেলে পাওয়া যায় ?
মানুষ হারিয়েছে টাকার দেশে -
দয়া-মায়া তাদের গেল কোথায় ?
শুনেছি উপোস থাকলে মনের সুখ পূর্ণ হয়,
তবে, রাস্তার ধারে বাচ্চারা

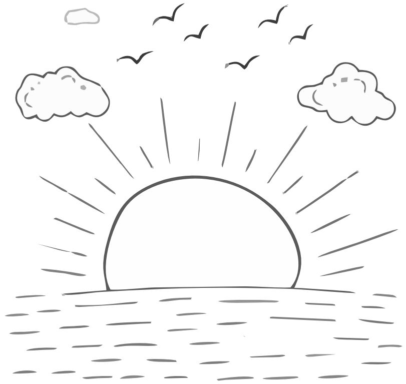

জাগাও ভোরের আলো

সুজন মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

পুড়িয়ে দিচ্ছে সবুজ,
কেটে দিচ্ছে গাছ !
উঠছে বহু আকাশ,
করছে সর্বনাশ।

উঠছে দূর আকাশে
কালো মেঘের ছায়া।
মেঘে মেঘে বাড়ছে বেলা
অবশেষে হচ্ছে সন্ধ্যা।

মন অবশ করছে,
নষ্ট করে ফেলছে।
মনের ঘর শূন্য
করো পরিপূর্ণ।

প্রত্যহ বেড়ে চলে
বহু কথা যায় বলে ...
জাগাও ভোরের আলো
জীবন হাসি-খুশি করো।

ক্লান্ত আমি

ব্রজশেখর ঘোষ
ইংরেজী বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

চোখের দেখা স্বপ্নগুলো ... চোখের জলই ঝরে,
চোখের জলের শুকনো ফোঁটা... উধাও হয় গালে।।

পড়ার কালে... গড়ার খেলা, চোখ জুড়ানো স্বপ্ন মেলা।
সকাল এখন বন্ধ ঘরে... জীবন থেকে বহু... দূরে।
বিকেল ও এখন ... সস্তা হারে, বিক্রি হয় বাজার দরে।।

গড়তে গিয়ে, চেঁচিয়ে ফাটে, গলার আওয়াজ রোজ...
নিজের স্বপ্ন হারিয়ে দিয়ে, অন্যের করি খোঁজ।।

রাস্তা ফিরে পাশ কাটালে, কথার কাঁটা বিধে...
কষ্টে বাধা বুকটা তখন ... আপনি কেঁদে ওঠে।।

পিছিড়ে পড়া পাগুলো আজ...হয়,
সমালোচনার শিকার।
বুক ফাটা আর্তনাদগুলো... করে ওঠে,
নীরবতার চিৎকার।।

বছর আসে... বছর যায়... নিয়ম করে বয়সটাও বাড়ায়।।

এ... পাশ ও ... পাশ আনাগোনা, কত মানুষ করে ভীড়...
এই একলা পথের ক্লান্ত আমি, সঙ্গী শুধু নীড়।।

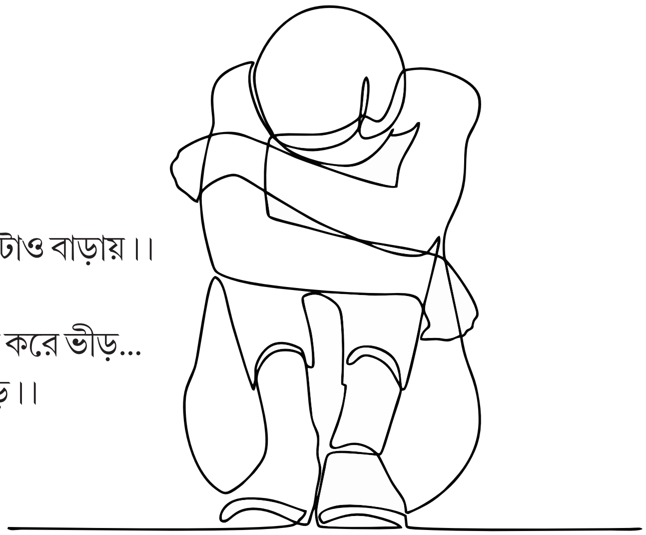

রক্ত আলতা

সোনু আফসানা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

রমণীর বেশে
ছদ্ম-দেশে গোধূলি শেষে
নির্জন নিশি প্রয়াতে
কে তুমি ? আলতা রক্ত পায়ে
হিমানির শেষে।

বারুদের রুদ্ধ শ্বাসে প্রাণ যে লুপ্ত পথে
প্যাঁচার শুভ সন্ধ্যে, অশুভ শব্দে বেজে ওঠা
যেন বিদ্যুৎ - অম্বরে ঝলকানির রেখাপাত
কেঁপে ওঠে মানবতার বক্ষ।

ক্ষণিকের মধ্যেই গৃহকর্ত্রীর চোখে আবছা জল
শিশুরা পথে মরিয়া হয়ে মা-মা ডাকে
পুরুষেরা পালাতো ঐ দূর অরণ্যে
কে তুমি মায়াবী ?
রক্ত আলতা পায়ে।

তবে হ্যাঁ !
তুমি কী জেদ
না হিংস্রতার ললাটে
ধ্বংস করো শান্তির পুরের রাজধানী
বোমা গুলির মিছে খেলায়
তবে শেষ পর্যন্ত তুমি রাক্ষসী।

এক কোটি বছর তোমাকে দেখি না

সানিয়া পারভিন
প্রথম সেমেস্টার

এক কোটি বছর তোমাকে দেখি না
একবার তোমাকে দেখতে পাবো !
এই নিশ্চয়তাটুকু পেলে
বিদ্যাসাগরের মতো আমিও,
সাঁতরে পার হবো ভরা দামোদর...
কয়েক হাজারের পাড়ি দেবো ইংলিশ চ্যানেল;
তোমাকে একটিবার
দেখতো পাবো এইটুকু ভরসা পেলে।
অনায়াসে ডিঙাবো এই কারার প্রাচীর, ছুটে যাবো
নাগররাজ্যে পাতালপুরীতে
কিংবা বোমারু বিমান ওড়া শঙ্কিত শহরে।
যদি জানি একবার দেখা পাবো
তাহলে উত্তপ্ত মরুভূমি
অনায়াসে হেঁটে পাড়ি দেবো,
কাঁটাতার ডিঙাবো সহজে,
লোকলজ্জা ঝেড়ে মুছে
ফেলে যাবো যেকোন সভায়
কিংবা পার্কে ও মেলায়;
একবার দেখা পাবো
শুধু এই আশ্বাস পেলে
এই পৃথিবীর এটুকু দূরত্ব
তোমাকে দেখেছি কবে, সেই কবে
কোন বৃহস্পতিবার
আর এক কোটি বছর হয়
তোমাকে দেখি না।

স্মৃতি

মানসী পোদ্দার

আমার ছোটো থেকে স্মৃতি রাখতে খুব পছন্দ
তাকে আমার অন্তরে রাখতে খুব ভালো লাগে !
কারো সাথে এই স্মৃতি, বলতে পারো, ভাগ করতে
আমার ভালো লাগে না -
কারণ তোমার স্মৃতি কেউ তোমার মতন মূল্যবোধ দিবে
সেটা হয়ে ওঠে না তাই -
চলো যাওয়া সেই দিনগুলো মনে পড়ে
আবার সেগুলো ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে
কিন্তু কি জানো সেগুলো পাওয়া যায় না, রয়ে যায়
শুধু স্মৃতির মূল্যটুকু
কিন্তু স্মৃতি মানুষকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে
বেঁচে থাকার মাঝে মাঝে কারণও হয়ে দাঁড়ায়।
হতে পারে ভালোবাসার স্মৃতি, মধুর-কথার স্মৃতি,
হতে পারে জিনিসের স্মৃতি, হতে পারে সময়ের মাধুর্য
আর হতে পারে গোপনে কিছু ইচ্ছার স্মৃতি —
মানুষের জীবনে এমনও কিছু হয়, মনে রাখে স্মৃতি
হিসেবে, কিছু, সেটা পূর্ণতা পায় আবার নাও পায়
আমি চাই যাতে পৃথিবীর সকল স্মৃতি পূর্ণতা পাক।

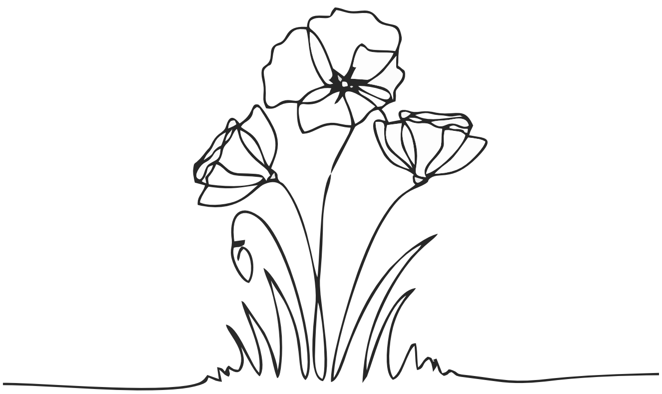

কান্ডারী বিহীন তরী যথা সিন্ধু জলে

শিল্পা সাহা
সংস্কৃত অনার্স

সহি বহুদিন ঝড় তরঙ্গপীড়নে
লভে কুল কালে মন্দ পবন চালনে।
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে
সংস্কৃত দেব ভাষা মানব মন্ডলে।
সাগর কল্লোল ধ্বনি নদের বদনে
বজ্রনাদ কম্পমান বীণা তার গানে।
রাজা আশ্রম আজি তব উদয় অচলে
কনক উদয়াচলে আবার সুন্দরী।
বিক্রম আদিত্যে তুমি হের লো হরষে
নব আদিত্যের রূপে পূর্বে রূপ ধরি।
ফটো পুনঃ পূর্বে রূপে কোন পূর্ব রসে
এতদিন প্রভাতিল দুখ বিভাবরী
ফটো মনানন্দে হাসে মনের সরসে।

বিদায় বেলা

প্রীতি চৌধুরী
এডুকেশন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

মনের ভাষা শব্দহীনা, ছিন্ন হৃদয় বীন
কেমন করে বলব বল আজ যে বিদায়ের দিন।
বিদায় মানে কষ্ট হাজার দুঃখ ভরা মন
খুব নীরবে খুঁজে নেওয়া স্মৃতির আলিঙ্গন।
বিদায় সে তো ছন্দপতন নদীর বয়ে যাওয়ায়
ফুলকলিদের ঝরে যাওয়া নিঠুর কোনো হাওয়ায়।
বিদায় মানে আনমনা মন অল্প মনের ঘরে
হাজার স্মৃতি মনে পড়াতে শুধুই ঘরে ফেরে।
এই আঙিনায় হয় আগমন রঙিন কোন দিনে
আজকে বিদায় তাই তো বিঁধি ব্যথার আলপিনে,
লক্ষ-কোটি শ্রদ্ধাপ্রণাম সকল গুরুজনে!
যাঁদের বোনা জ্ঞান বৃক্ষ সবার হৃদয় মনে।
তাঁদের সকল ভালোবাসা শাসন শিক্ষাদানে,
মন খারাপের সকল সুরই বেজে ওঠে গানে।
রইলে বাঁধা অনেক কথা জীবন নদের ঘাটে
সুপ্রভাতের উদয় হওয়া সূয্যি গেল পাটে।
বয়ে চলে জীবন তরী অচিনপুরের দেশে
চলতি পথে একদিন সে তো থামবে অবশেষে।
যদিও বা বিদায় হলো এই অঙ্গন থেকে
স্মৃতিগুলো মালা হয়ে থাক মাধুরী মেখে।
জীবন পথে হয়তো আবার জুড়বো একই ফ্রেমে
ততদিনে বিষাদগুলো মোড়া থাকুক প্রেমে।

প্রিয় মা ও বাবা

রাসমণি গোস্বামী
সংস্কৃত অনার্স

মা আমাদের জন্ম দেন।
বাবা আমাদের বাঁচতে শেখান।।
মা সারা বিশ্বের কাছে
        আমাদের পরিচয় করতে শেখান।
বাবা সারা পৃথিবীকে
        আমাদের চিনতে শেখান।।
মা খেয়াল রাখেন আমরা ক্ষুধার্ত কিনা।
বাবা আমাদের উপলব্ধি করতে শেখান
        ক্ষুধার্ত থাকাটা কতটা কষ্টের।।
মা যত্নআত্তি করেন।
বাবা সমস্তরকম দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেন।।
মা আমাদের পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচান।
বাবা পড়ে গেলে আবার
        আমাদের উঠে চলতে শেখান।।
মা চলতে শেখান।
আর বাবা জীবনের পথে
        কী করে চলতে হবে সে বিষয়ে শেখান।।
মা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে
        আমাদের সবকিছু বোঝান।
বাবা কোনও ঘটনা থেকে
        আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শেখান।।
মা আদর্শের প্রতিফলন।
আর বাবা বাস্তবের প্রতিফলন।।
তাই আমরা সারা জীবন বাবা মাকে
        নিজের ভালোবাসা দিয়ে যায়।

সুখময় নদীর ছোট্ট এক বাঁক

শ্রাবণী মণ্ডল
ইংরেজী বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

গড়ে ওঠা নদীর ছোট্ট এক বাঁক
যা গড়ে তোলে,
ঢেউময় ছোট্ট একটি নদীর মাস্তুল
যা দিনের পর দিন বয়েই চলে
পরে ঘনিয়ে আসে মেঘের গর্জন
শুরু হয় মুষল ধারে বৃষ্টি
যা সুখময় নদীকে,
সুখময় বৃষ্টির ধারায় ভরিয়ে তোলে।
যা পরবর্তীতে ভরে ওঠে
নদীর এ প্রাপ্ত ও প্রান্ত
তারই মাঝে যাতায়াত গত
মানব জীবনে বাঁধে কষ্ট
যা ছোট্ট একটি ঢেউয়ের ন্যায় আছড়ে ফেলে।
কিছু কিছু কর্মরত মানব জীবন
ডেকে আনে গভীর প্রস্তাব,
তাই চাই শুধু ঢেউয়ের ন্যায়
দূরের তীরে পাড়ি দিতে!
বয়ে আসা দুঃখ, কষ্ট সবই
ভুলে দিই নতুন স্বপ্নের জগতে পাড়ি।
ছোট্ট একটি বাঁকের ন্যায়
বয়েই চলি সারাটা বছর
আর গড়ে তোলে নিজ কর্তব্যময়
জীবনের লন্যে এগিয়ে যাবার পথ,
যা সুখময় নদীর বাঁকের ন্যায়
বয়েই চলি অবিরাম।

ইয়াশ ঝড়

নূর সালিম মিঞা
তৃতীয় সেমেস্টার

উড়িষ্যায় উৎপন্ন ইয়াশ নামক ঝড়
ছাড়ার করেছিল শহর,
কাঁদছিল বাচ্চা, বুড়ো ও কনে
বড়োরা ভয় খাচ্ছিল মনে মনে।
যদি বড়োরা প্রকাশ করতো ভয়
তাহলে বাচ্চারা করতো হইচই,
ঝড়ের সাথে মুষলধারে বৃষ্টি
যার ফলে বন্যার সৃষ্টি।
ভেসে যায় গাড়ি বাড়ি
লোকেরা পালাচ্ছিল তাড়াতাড়ি।
সমুদ্রের উঁচু উঁচু জলোচ্ছ্বাস
ফসলকে করেছিল সর্বনাশ,
মানবেরা খিদের জ্বালায়
যেমন পায় তেমন খাবার খায়।
ধীরে ধীরে বেড়ে যায় ঝড়
ভেঙে যায় গাছপালা ও ঘর।
ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল কয়েকদিন ধরে
সকলের আনন্দ গিয়েছিল মরে।।

শিক্ষার নামে দুর্নীতি

বাপন রজ
ছাত্র

শিক্ষা আজ, শিক্ষা নয়,
সবই আজ রাজনীতি।
কেনো আজ শিক্ষার জন্য,
এতো সব দুর্নীতি?
শিক্ষার জন্য বাড়ছে রাজ্যে,
অশিক্ষিতের হার।
শিক্ষিতরা কেঁদে মরে,
দেয় না কেউ সার।।
অর্থের জন্য পাচ্ছে সব,
অশিক্ষিতরা চাকরি।
শিক্ষিতরা আজ সব,
হচ্ছে পথের ভিখারী।।
ভবিষ্যতের কথা ভেবে,
আসছে অনেক কান্না।
কি করে মা পূরণ করবো,
তোমার দেওয়া বায়না।।
সব কিছু আজ মিলেমিশে,
হচ্ছে একাকার।
ভবিষ্যতের কথা ভেবে,
মনে আসছে হাহাকার।।
শিক্ষাকে নিতে আর কত,
হবে দুর্নীতি।
তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও,
শিক্ষা নাম গীতি।।
যোগ্যরা পাবে চাকরি,
এটাই হচ্ছে নিয়ম।
যোগ্যদের সরিয়ে দিয়ে,
অযোগ্যদের নিয়োগ।।
এ আবার কোথাকার নিয়ম?

আজকের দেশ

বাপ্পা দাস
আমন্ত্রিত অধ্যাপক

আমাদের দেশ কি সত্যিই সুন্দর?
প্রশ্ন জাগে জাগে শুধু মনের ভিতর।
যারা আমাদের দেশের রক্ষক,
তারাই আজ হয়ে উঠেছে ভক্ষক।
ভোট দিয়ে সাধারণ জনতা
তুলে দেয় তাদের হাতে ক্ষমতা।
আর সেই ক্ষমতার করে তারা অপব্যবহার
সাধারণ মানুষকে মেরে হয় জানোয়ার।
সারা দেশ জুড়ে আজ দুর্নীতি
কোথাও পাবে তুমি সুনীতি।
এইজন্যই কী মহান দেশপ্রেমিকগণ
বলি দিয়েছিল তাদের মূল্যবান প্রাণ?
তাইতো আজ সবারে করি আহ্বান
সাধারণদের সঙ্গে নিয়ে গাই দেশেরই জয়গান।।

College life

Puspalata Mondal
BA, 1st Semester

Lino aerial acquino
September 10 2023

L-ife has playful destiny
I-n the world of study
N-o one can control
O-n the top of the ball
A-ll the papers were used
R-eal student still confused
I- don't know if I will go
E-very directions of river's flow
L-iving in this world
A-ll written by the lord
Q-uitting is not solution
U-nless there is no reason
I-n every little things
N-ow I find value for the dreams.

Heart's Regret

Imteyaj Ali
Deptt. of English, 5th Semester

We are not in the same path,
You chose your own.
Promise was not there, I see
My lonely hand was waiting there.

I was the cause of your pain.
Knifes came out of my mouth,
Killed the affection for me.
I played with the emotion and
the next thing I know,
brotherhood, was long gone.

Apologies are not enough
To heal the scar of your heart.
We still meet but the love is lost.

I am still waiting at your door.
Open your heart and
be my friend again.
I am sorry, I am waiting
Waiting for you to come back.

You are in My Eyes

Brojasekhar Ghosh
Deptt. of English, 5th Semeter

Reaching out in dreams on the way,
random talk... O friend,
On the coloured stage of the day,
friendship is colourful today.

I see a rose in you, a river in you
In your sweet way, I find the moon
pouring out sudha.

Your relationship with me is
As if, monson spreading the moss ...
The more you fall, the more
you will find me.

When your mood finfs summer,
Then I take the form of dry water.

In your winter, I become mist and
merge into you.
In the path of pride, I find direction
in you, my friend.

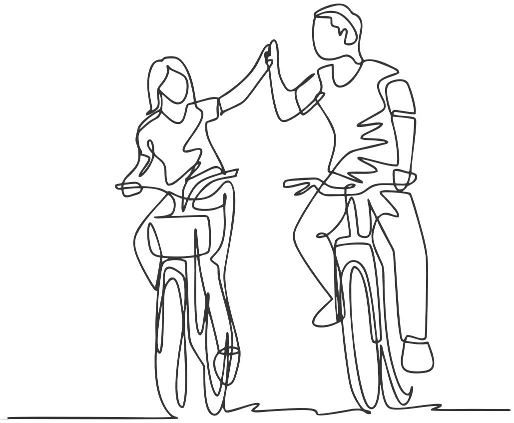

A Rainy Scene

Shrabani Mandal
Deptt. of English, 5th Semester

It has been raining continously
since morning
The thunder of the clouds rang out
amidst stars
Raindrops falling from
the house shade,
To fill the mind with joy.
Those fresh trees
get wet and
become water-logged at once.
Later, a small pond
was filled with continue rain
In the midst of it, the buzzing
call of some frogs.
As if making the monsoon season
lively with new scenes.

Farway Love

Reecha Parveen
Deptt. of English, 5th Semester

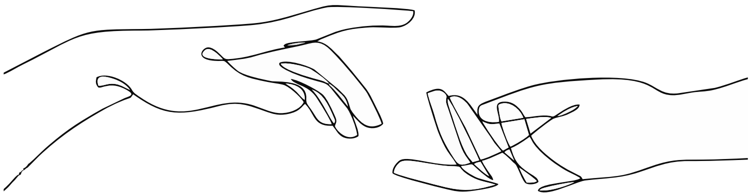

The person whom
I adore so much
Stays, 4849.49 km
away from me.
We have not seen each other
years after years
But still, we care for
each other.
Actually, we are both the
sides of a coin
If he is the costliest
diamond of Kohinoor
Then, I am an
ordinary stone.
If he is greatest satellite
in the sky
Then I, the daily darkness
around him
He is fond of life as
an adventurer
And I, rebuke life
as a curse.
Let some thoughts
remain unsaid,
Let some words
remain unheard,
If everything is expressed
in words
Then, there are will be
nothing left to feel.

Unknown Journey

Asmina Khatun
Deptt. of English, 5th Semester

Life is an unknown journey,
Which is full of adventure.
It has many paths,
So choose your own.
The journey is different for all,
But destination is the same.

Sometime nature gives you friend,
Just like the Sun and the moon.
The Sun kisses your path,
to makes you happy.
And the moon walks with you.
to make easy your journey.

You must fight with dark,
Like a knight firefly.
and glow like butterfly,
in the blue sky.
At the horizon of journey
You will meet with your destination.

Hoping for Glimpse of the Sun

Puja Mandal
Deptt. of English, 5th Semester

A long journey
And I'm walking on this path
But didn't touch the golden beams yet,
In course of time?
Fear at my heart that cuts me off
And breaks me again and again
Still I'm hoping for you, O Sun.

Every soil particles have changed their properties,
The little buds that remain unexploded.
That are about to give up their greenness
The dark cloudy sky
That lead me to another way
Still I'm hoping for you, O Sun.

Like Tornado
A storm wind comes and breaks me
As a fragile glass
My heart is torn apart into many pieces.
I don't know
If I will get you or not
But I'm standing firm on the forked path
And still I'm hoping for you, O Sun.

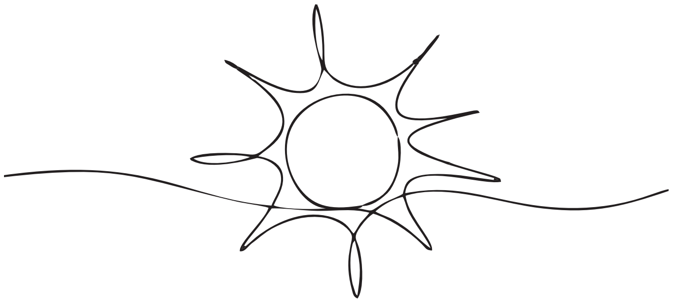

MANIKCHAK COLLEGE

OVERALL ACTIVITY 2023-24

Sl. No.	Date	Activities
01.	09-10.01.2024	নবীন বরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
02.	08.01.2024	পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও অভিভাবক সভা
03.	07.01.2024	বিতর্ক - সভার মতে বর্তমান ভারতীয় চলচ্চিত্র অবক্ষয়ের পথে
04	06.01.2024	Quiz Competition
05.	04-05.01.2024	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
06.	03.01.2024	Students' Seminar ঃ আজকের মানবতার সংকট — কী ও কেন ?
07.	02.01.2024	Awareness Programme on Swachha Bharat Abhijan (NSS) SJ
08.	23.12.2023	One Day International Seminar - একুশ শতকের কথা সাহিত্য ঃ সময়ের স্বর ও সংকট - Dept. of Beng
09.	11.12.2023	Bhasa Utsab Dibas observation in Memory of Subhramonium Bharati, Tamil Poet, Dept. of Beng
10.	11.12 2023	Special Lecture on MDC - 'Health & Physical Education' - Virtual Mode
11.	06.12.2023	Safe Drive Save Life Awareness Rally (NSS)
12.	28.11.2023 to 01.12.2023	Excursion at Ghtashila, Jharkhand, Dept. of Eng.
13.	13.11.2023	Special Lecture on History of Vedic Literature (upto Vedango), Dept. of Sanskrit
14.	16.10.2023	Teachers Day Celebration & Poster Presentation, Dept. of English
15.	04-05.10.2023	A Two Day Workshop on Understanding the Craft of Poetry Writing - Dept. of English
16.	05-07.10.2023	3 Days Workshop on Creation of Literature, Dept. of Bengali
17.	26.09.2023	One Day Workshop : Developing Creative PIECE - Dept. of English
18.	05.10.2023	Participation of NSS on Pre-Republic Day Parade Camp at GBU (NSS)
19.	24.09.2023	NSS Day Celebration (NSS)
20.	05.09.2023	Teachers Day Celebration, Dept. of Sanskrit
21.	05.09.2023	Teachers Day Celebration, Dept. of Po. Sc.
22.	25.08.2023	Anti-Ragging Awarenes Camp (Anti-Ragging) RS
23.	15.08.2023	Independence Day Celebration (NSS)
24.	14.08.2023	Scholarship Award received from Keanyashree Scholarship & Welfare Committee
25.	11.08.2023	Orientation Programme related NEP 2020 Curriculum (Exam Committee)
26.	20.07.2023	Farewell & Freshers' Welcome Ceremony, Dept. of Education

MANIKCHAK COLLEGE

DATA SHEET OF SCHOLARSHIP (2022-23)

SCHOLARSHIP	UR		SC		ST		OBC-A		OBC-B		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
KANYASHREE	0	76	0	39	0	1	0	21	0	9	0	146
SWAMI VIVEKANANDA MERIT-CUM MEANS	515	310	350	289	1	2	11	8	71	62	948	671
POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR SC/ST/OBC (OASIS)	0	0	618	474	0	0	129	94	76	57	823	625
AIKYASHREE	1460	1182	0	0	0	0	178	129	0	0	1637	1311

MANIKCHAK COLLEGE

APPRECIATION

Sl. No	Name of Teaching Staff	Orientation	Refresher	Ph.D.	Awards & Achievements
1.	Dr. Debaditya Mukhopadhyay		26.07.2022 - 08.08.2022 Burdwan University	11.04.2022 Rabindra Bharati University	In 2022*
2.	Bijan Sarkar		11.08.2022 - 26.08.2022 North Bengal University		
3.	Somnath Das		11.08.2022 - 26.08.2022 North Bengal University		
4.	Dr. Goutam Sarkar				বিদেশে বক্তব্য**
5.	Md. Masud Ali				
6.	Dr. Md. Sadequl Islam	04.07.2022 - 06.08.2022 Aligarh Muslim University	24.08.2023 - 07.09.2023 North Bengal University		উপন্যাস***
7.	Samaresh Adhikary	02.11.2022 - 29.11.2022 Mizoram University			
8.	Prashanta Chowdhury	02.11.2022 - 29.11.2022 Mizoram University			
9.	Wangchu Lama				
10.	Dr. Siddhartha Ch. Mukherjee				

* In 2022 Dr. Debaditya Mukhopadhyay visited Trinity College, Dublin (27.10.2022 & 28.10.2022) invited for presenting his paper on an Indian Horror - Comics Series at an Interdisciplinary Conference on "Demons and Demonology" at Trinity College, Dublin with travel & accommodation support of the Trinity Long Hub Research incentive Scheme, and Trinity Social Sciences Academy Fellowship.

** ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের আমন্ত্রণে সেমিনারের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিতি, বক্তব্য উপস্থাপন - বিয়ের গান : কাব্য ও গান, সাম্মানিক প্রদান ও অবস্থান ব্যবস্থা।

*** উপন্যাস প্রকাশ - ১) পলু পোকার দেশে (২০২৩), ২) চার গাঙ এক চর (২০২৩)

MANIKCHAK COLLEGE

FACILITIES

Library
Canteen
Boys' Hostel (College attached)
Girls' Hostel (College attached)
Smart Classroom
ICT enabled Classrooms
Seminar Room
Play Ground
Sports Supports
Computer Lab
Reading Room
Wifi
Purified drinking Water
Parking Zone
CCTV surveillance
Career Corner
Common Rooms (boys & girls)
~100% Cashless Transaction
Digital Library
Inflibnet
Departmental Library

FUTURE PLAN

Opening of Science stream
MoU with other Institution(s)

NEW SUBJECTS

Physical Education, Economics
Geography, Defense Studies

NEW HONOURS

Sociology, Philosophy, Arabic

PG Course
Auditorium
Ensure 100% Students Attendance
Creation of more Teaching and Non-Teaching post
Paperless Office
NCC
Research

ACTIVITY(S)

Seminar : National, International
Workshop
Career Counseling
Special Lectures

NSS

Blood Donation Camp, Awareness Program, Safe Drive Save Life, Campus Cleaning etc.

Interaction with Stakeholders
Educational Tour
Field Trip, Students' Seminar, Cultural Program, Games & Sports,
Wall Magazine, Institutional Magazine, Poster Presentation, Exhibition, Quiz, Debates,
Extempore, Short Drama

SCHOLARSHIP

Awareness and Orientation Programme, Special Camp(s)

Celebration of Students' Week

ELEMENTARY EDUCATION
& IT'S PRESENT STATUS
FRESHERS WELCOME
DEPARTMENT OF BENGALI
INDEPENDENCE DAY
India